বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.plandiv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

স্বপ্ন জয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল

১১ অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশক

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ মামুন-আল-রশীদ
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ খোরশেদ আলম
যুগ্মসচিব (পিটিসি)
পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, যুগ্মসচিব (পিটিসি), পরিকল্পনা বিভাগ	সভাপতি
২.	জনাব রাহ্নুমা নাহিদ, যুগ্মপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব (সাধারণ অধিশাখা-২), পরিকল্পরনা বিভাগ	সদস্য
৪.	জনাব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫.	জনাব কামরুজ্জামান, উপসচিব, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	জনাব উম্মে সায়মা, উপপ্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কশিমন	সদস্য
৮.	মিজ জাহানারা রহমান, উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৯.	জনাব মোছাঃ জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১০.	জনাব নিশাত জাহান, উপপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১১.	ড. দিলরুবা মাহবুবা, প্রধান গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী সচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১৩.	জনাব ফরিদা সুলতানা, উপসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য-সচিব

Department of Archives and Library
Ministry of Cultural Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh

ISBN Certificate

Name of the Book (English) : Annual Report

Book Name (বাংলা) **:** বার্ষিক প্রতিবেদন

Name Of the Author (English): Ministry of Planning

Author Name (বাংলা) **:** পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Name of the Editor: Md Khorshed Alam

Place of Publication: Dhaka

Year of Publication : ৩০ আশ্বিন ১৪২৯ / 2022-10-15

ISBN Number: 978-984-35-3111-7

978-984-35-3111-7

978-984-35-3111-7

Issued By

02-10-2022

Md. Jamal Uddin
Chief Bibliographer/Deputy Director
Department of Archives and Library
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Phone: 48114331

"No Plan, however well-formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with single-minded determination. I am confident that our people will devote themselves to this task with as much courage and vigour as they demonstrated during the war of liberation."

The above is an extract, in abridged form, taken from the Foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh which was prepared under the guidance and leadership of the FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.

বাণী

এম.এ. মান্নান, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনাটি পূর্বের অর্থবছর এবং আগামী অর্থবছরের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া এ প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে স্বাধীনতালাভের পর পরই তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-১৯৭৮)। এর ধারাবাহিকতায় আজ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২০২৫) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে থাকে। প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি শত বছরের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, দু'টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১ ও ২০২১-২০৪১), আটটি পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা সফলভাবে প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদনে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এম.এ. মান্নান, এমপি

বাণী

ড. শামসুল আলম
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবছরের মত এবারও পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি পরিকল্পনা বিভাগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিগত অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে এটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদনের প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে।

বিগত বছরটি বাংলাদেশ সরকার তথা পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। প্রথমত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় প্রণীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়নঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত বছর অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, টানা দুই বছর কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি গত অর্থবছর পূর্ণ উদ্যোমে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলো। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদের জন্য সমূহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

গত দশকে সরকারের সুপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উত্থান ঘটেছে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার সময়ের উন্নয়ন দর্শনকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশের সাফল্য নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে বোধ হয় কোন স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে এত হয়নি। পরিকল্পনা মাফিক দেশ পরিচালনার ফলে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য নিরসনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে রূপকল্প ২০২১ ও সে অনুকূলে দুই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৬ষ্ঠ ও সপ্তম এবং পরবর্তীতে রূপকল্প ২০৪১ এবং তার অধীন ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়। আমার সৌভাগ্য যে, এমডিজি'র এবং এসডিজি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমার নেতৃত্বে যে অগ্রগতি প্রতিবেদন করা হয়েছিল তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘ বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল। ফলে বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথা বিভিন্ন বৈশ্বিক গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই কাজগুলোর ভিত্তিতে আজকে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু থেকেই গতি পেয়েছিল এবং তা চলমান রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু এসডিজি নয় তার চেয়ে বেশি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা। ২০৪১ এর মধ্যে সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করেছি এবং তারই ভিত্তিতে আগামীর পথ নকশা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের অগ্রগতি যেমন রয়েছে তেমনি সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির বাস্তবায়ন সফলতা নির্ভর করছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ সামনের দিনগুলোতে তাদের ভূমিকাকে আরও অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা জড়িত ছিলেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. শামসুল আলম

মুখবন্ধ

মোঃ মামুন-আল-রশীদ
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপারসন। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান কাঠামোতে ভাইস চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিকল্পনা কমিশনের ০৬টি বিভাগ রয়েছে। সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল বিভাগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা বিভাগ অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, রূপকল্প-২০২১, ভিশন-২০৩০, ভিশন-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১৫৩৪টি প্রকল্প ও ১০টি উন্নয়ন সহায়তাসহ এডিপির সর্বমোট আকার দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,৭৯৩.০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ৩৬৪টি যার এডিপির আকার ১,২৩,০২৪.০০ কোটি টাকা। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল-জাতীয় নির্দেশনাক্রমে একনেক সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৮টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসকল সভায় ১২২টি নতুন প্রকল্প ও ৫৯টি চলমান প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি কাজের প্রকৃতিও নানা ধরণের। পরিকল্পনা বিভাগের সকল শাখা ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগসহ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত এসব কর্মকান্ডের সামগ্রিক একটি চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশা করি এ প্রতিবেদন থেকে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসহ সকলে উপকৃত হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ মামুন-আল-রশীদ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০ - ১.১১	**প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, ভিশন, মিশন, গঠন ও কার্যপরিধি**	**১ - ১০**
১.০	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	৩
১.১	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি	৩
১.২	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভিশন	৪
১.৩	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মিশন	৪
১.৪	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন	৪
১.৫	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৫
১.৬	পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ	৬
১.৭	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)	৭
১.৮	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও কার্যপরিধি	৭
১.৯	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)	৮
১.১০	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি	৮ - ৯
১.১১	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	১০
২.০ – ২.৪.২১	**দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা বিভাগ**	**১১ - ৪০**
২.০	পরিকল্পনা বিভাগ	১৩
২.১	পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি	১৩
২.২	পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	১৩ – ১৪
২.৩	পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি	১৫
২.৩.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	১৫ - ১৮
২.৩.২	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ	১৮ - ১৯
২.৩.৩	পিটিসি অনুবিভাগ	**১৯ - ২৫**
২.৩.৪	বাজেট অনুবিভাগ	**২৫ – ২৯**
২.৪	সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ	**৩০**
২.৪.১	সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর কার্যাবলি	**৩০ - ৪০**
৩.০ – ৮.৫.২	**তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন**	**৪১ - ১০২**
৩.০ – ৩.১১	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	৪৫ - ৫৪
৪.০ – ৪.৯	কার্যক্রম বিভাগ	৫৭ - ৬২
৫.০ – ৫.১০	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	৬৫ - ৭৪
৬.০ – ৬.৪.২	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৭৭ - ৮৪
৭.০ – ৭.১০.১	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ	৮৭ – ৯৬
৮.০ – ৮.৫.২	শিলটপ ও শক্তি বিভাগ	৯৯ – ১০২
৯.০ – ৯.১২	**চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান**	**১০৩ - ১১৪**

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, ভিশন, মিশন, গঠন ও কার্যপরিধি

১.০ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১.১ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৬ সালে তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) "পরিকল্পনা বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (তাঁর কেবিনেট মন্ত্রীর "র‍্যাংক" ছিল না)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার "প্রধান" এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; বিভাগসমূহ হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ এবং প্রশাসন। কমিশনকে সরাসরি সরকার প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করেন।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" নামে আলাদাভাবে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান "অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ" নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপারসন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা তাঁর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে বর্ণিত ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ (বর্তমানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার (অবঃ) বীর উত্তম, এমপি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সরকারের আগের মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) একটি দৃষ্টি নন্দন সুপরিসর আধুনিক ভবন নির্মিত হয় এবং ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত ভবনটি উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভিশন

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

১.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মিশন

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

১.৪ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

বিগত ২৩-০১-২০২২ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.৩০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" নিম্নরূপে পুর্নগঠন করেছে:

(ক) কমিশনের গঠন

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারপারসন
৪.	প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫-১০.	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ	সদস্য
১১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

(খ) কমিশনের কার্যপরিধি

১. দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;
৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; ও
৫. পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

(গ) প্রয়োজনে কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ;
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; ও
৭. গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ। এ কমিশনে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঘ) কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কামিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিকল্পনা কমিশন ৬টি বিভাগ, ৩০টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দু'টি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাকী ৪টি বিভাগ যেমন, ভৌত-আবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্ব প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপ-প্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন।

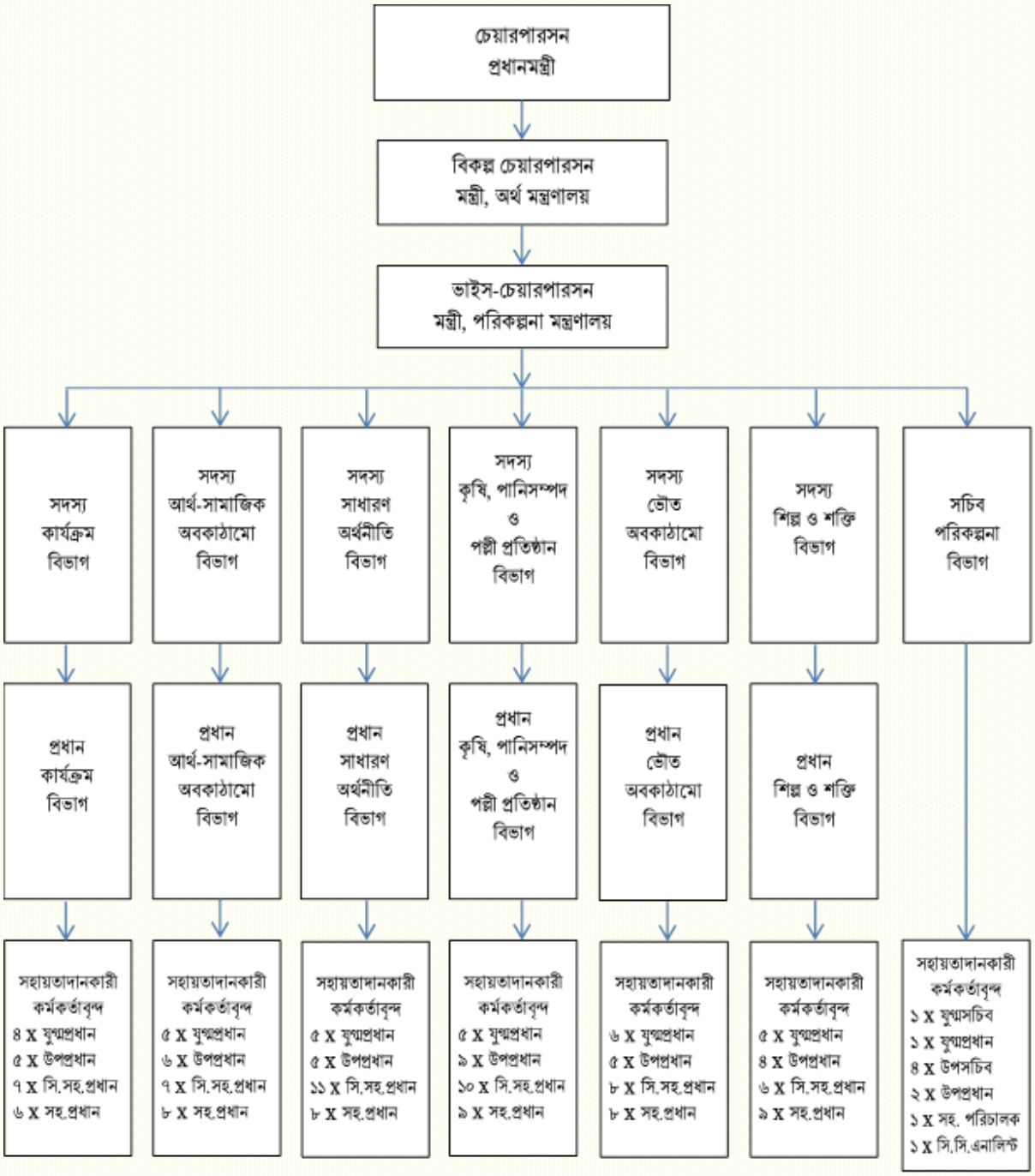

১.৬ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

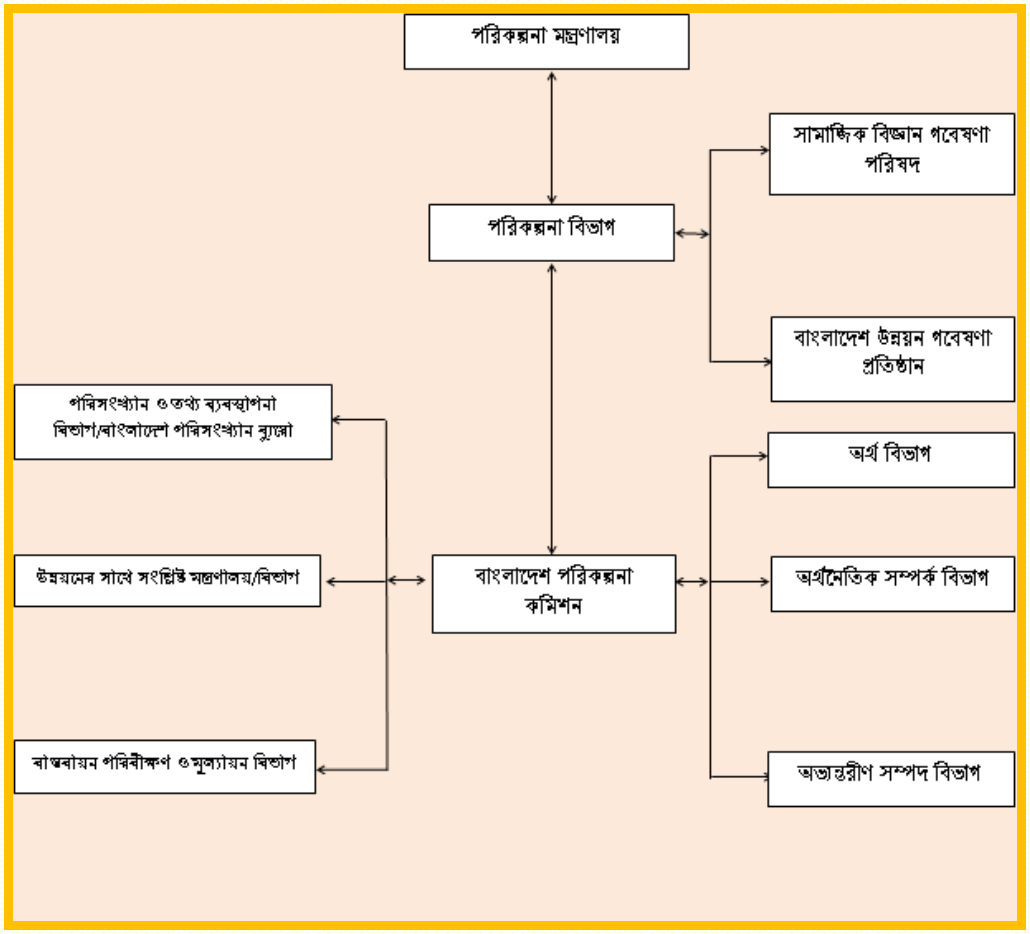

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা দান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

১.৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

১.৮ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও কার্যপরিধি

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)" নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) পরিষদের গঠন

১.	শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৩-৮. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব

এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) পরিষদের কার্যপরিধি

১. দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;
২. পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
৩. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও
৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

(ঘ) পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

চিত্র-: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভায় সভাপতিত্ব করেন (মঙ্গলবার, ১৭ মে ২০২২)।

১.৯ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

১.১০ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি

বিগত ১১-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.৫৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **"জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)"** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব এম এ মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব শ. ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	ড. শামসুল আলম প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৬. সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;
৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং
৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে

চিত্র-: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনের সভায় সভাপতিত্ব করেন (মঙ্গলবার, ১০ মে ২০২২)

১.১১ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সদস্য	০৫
২.	প্রধান	০৬
৩.	যুগ্মপ্রধান	৩০
৪.	উপপ্রধান	৩৩
৫.	উপপ্রধান (নন-ক্যাডার)	০১
৬.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৪৯
৭.	সহকারী প্রধান	৪৮
৮.	গবেষণা কর্মকর্তা	০৯
মোট:		**১৮১**

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭৫
৩.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০২
মোট:		**১০৬**

১৮ থেকে ১১তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১০
২.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৯
৩.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩
৪.	ফটোকপি অপারেটর	০২
মোট:		**৬৪**

২০ থেকে ১৯তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	অফিস সহায়ক	১২৫
মোট:		**১২৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়
পরিকল্পনা বিভাগ

২.০ পরিকল্পনা বিভাগ

২.১ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দুটি দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মাধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;

খ. একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;

গ. নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;

ঘ. জাতীয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরী ও প্রক্রিয়াকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

ঙ. যে কোন সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ এবং এ জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;

চ. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;

ছ. পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;

জ. পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এবং সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (এসএসআরসি) এর প্রশাসন ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;

ঝ. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদি;

ঞ. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;

ট. পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজ সংক্রান্ত ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে)।

২.২ পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	যুগ্মসচিব	০১
৩.	যুগ্মপ্রধান	০১
৪.	উপসচিব	০৪
৫.	উপপ্রধান	০২
৬.	সহকারী পরিচালক	০১
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিবসহ)	১১
৮.	সহকারী সচিব	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১
১০.	সহকারী প্রধান	০২
১১.	সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট	০১
১২.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১
১৩.	প্রোগ্রামার	০১
১৪.	মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	০২
১৬.	সহকারী মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৭.	আইন কর্মকর্তা (প্রেষণ)	০১
১৮.	বাজেট অফিসার	০১
১৯.	লাইব্রেরী অফিসার	০১
২০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
২১.	ডকুমেন্টেশন অফিসার	০১
২২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
মোট:		**৪০**

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	লাইব্রেরীয়ান	০১
২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭
৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১
৪.	গবেষণা অনুসন্ধানী	০১
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০২
মোট:		**৩২**

১৮ থেকে ১১তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	হিসাবরক্ষক	০৩
২.	ট্রেজারার	০১
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	০৭
৪.	ড্রাফ্টসম্যান	০৩
৫.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৫
৬.	ক্যাশিয়ার	০১
৭.	ক্যাটালগার	০২
৮.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯
৯.	ট্রেসার	০২
১০.	টেলিফোন অপারেটর	০২
১১.	প্রুপ রিডার	০১
১২.	ফটোকপি অপারেটর	০৩
১৩.	ক্যাশ সরকার	০২
মোট:		**৬১**

২০ থেকে ১৯তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	দপ্তরী	০২
২.	অফিস সহায়ক	৪৬
৩.	সর্টার	০১
৪.	বুক এটেনডেন্ট	০১
মোট:		**৫০**

২.৩ পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি

২.৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন-১ ও ২ অধিশাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-১ ও ২ শাখা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে ০১(এক)জন কর্মকর্তাকে ডকুমেন্টেশন অফিসার (৯ম গ্রেড, নন-ক্যাডার) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- গবেষণা কর্মকর্তা পদে ০১(এক)জন কর্মকর্তার চাকরি যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণ হয়। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগের ৫৮ টি পদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৩৪৭টি পদসহ সর্বমোট (৫৮+৩৪৭)=৪০৫টি পদ সৃজনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে প্রস্তাব গত ১৮/০৫/২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেল-কে বড় ক্যাটাগরি হতে বিশেষ ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তে প্রস্তাব গত ২২/০২/২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ২২/০৬/২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৪টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ০৪টি পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ০৯টি পারিবারিক পেনশনের আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর আওতায় গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে:

প্রশাসন অধিশাখা ৩-এর আওতায় পরিকল্পনা বিভাগের ২য় শ্রেণির (গ্রেড-১০) কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড ১১-১৮) কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১১-১৮) পদে আত্মীকরণ, চাহিদা অনুসারে মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি ও হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ, সকল পদ ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন। বিবেচ্য সময়ে ৩য় শ্রেণির ৩৫টি (গ্রেড-১২-১৮) এবং ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড-১৯-২০) ১২টিসহ মোট ৪৭টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১৩-১৭) ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড-১৯-২০) ২০ টিসহ মোট ৩৩টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে {০১জন সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-১০), ০১জন ক্যাশসরকার (গ্রেড-১৭), ০২জন ফটোকপি অপারেটর (গ্রেড-১৮) এবং দপ্তরী (গ্রেড-১৯) ০২(দুই)জন} পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ২য় ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১০-১৮) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর কার্যাবলি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন শাখা-৪ হতে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে:

- ২২জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;
- ১৫৪জন অফিস সহায়কের সার্ভিক বুক হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ৪৬জন অফিস সহায়ক-কে বিভিন্ন দপ্তরে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। [পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন শাখা-৪ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১০(দশ)জন অফিস সহায়ক-কে নিয়োগ প্রদানপূর্বক পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া আরোও ২০জন (১৯জন অফিস সহায়ক + ১জন সর্টার) কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রশাসন অধিশাখা-৩ এ পত্র দেয়া হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত ০৭(সাত)জন কর্মচারীর অনুকূলে মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়, উত্তোলিত অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত বিমোচনপত্র আদেশ জারী এবং একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে ১জন কর্মচারীর অনুকূলে আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরী আদেশ জারী করা হয়েছে;
- ৪৩ জন কর্মচারীর অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির নিমিত্ত ৫জন কর্মচারীর অনুকূলে আদেশ জারী করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের কর্মরত ১ম শ্রেণির ২০জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং উচ্চতর গ্রেড প্রদানের নিমিত্ত ৫জন কর্মকর্তার ডোসিয়ার প্রশাসন শাখা-২ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে;
- ৪র্থ শ্রেণির ০১জন কর্মচারীর অনুকূলে পিআরএল আদেশ জারি এবং মৃত্যুজনিত কারণে ৪জন কর্মচারীর অনুকূলে পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলাজনিত কারণে ১জন কর্মচারীর বেতন গ্রেডের নিম্নতর গ্রেডে অবনমিতকরণ শাস্তি প্রদানের আদেশ জারী করা হয়েছে;
- বহি: বাংলাদেশ পাসপোর্ট করার নিমিত্ত ৩জন কর্মচারীর অনুকূলে অনাপত্তি পত্র (NOC) প্রদান করা হয়েছে;
- ই-নথি সিস্টেমে ১৯৬টি নথি নিষ্পত্তি হয়েছে, তন্মধ্যে ১৫৬টি পত্র ই-নথি জারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রস্তুত, হালনাগাদকরণ এবং সে অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রটোকল অধিশাখা এর কার্যাবলি

প্রটোকল অধিশাখার আওতায় প্রটোকল, সম্মেলন কক্ষ এবং গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অধিশাখা হতে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক ও এনইসি সভা, এডিপি, আরএডিপি সভা এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সচিব, সদস্য এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগ/কমিশনের সকল সভার আয়োজন।
- একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারী পাস সংগ্রহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের পাশাপাশি প্রশাসনিক সভাসহ আয়োজিত বিভিন্ন সভায় আপ্যায়ন সরবরাহ, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভা/সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সেফ জোন হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিকল্পনা বিভাগের অর্গ্রানোগ্রামভূক্ত নতুন গাড়ি ক্রয় এবং অকেজো/পুরাতন গাড়ি বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণকে প্রাপ্যতা অনুসারে ১০টি রুটে সাটল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাদের অনুকূলে অফিসে যাতায়াত সেবা প্রদান। এছাড়া, কর্মকর্তাগণের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত না-দাবী প্রদান।
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান।
- জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে এনইসি সম্মেলন কক্ষ, কমিটি কক্ষ-১, এনইসি অডিটরিয়াম এবং নতুন ভবন বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের জারিকৃত চিঠিপত্র, প্রকল্প সংক্রান্ত ডিপিপি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক এবং একনেক/এনইসির সকল ডাক গ্রহণ ও বিভিন্ন অফিসে যথাসময়ে বিতরণ ইত্যাদি।

আইন শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আইন শাখা মূলত পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন/কনটেম্প পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য এবং অগ্রগতি তদারকির জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর উইং এবং মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের আইন শাখায় ০৯টি মামলা চলমান আছে। ০৯টি মামলার তথ্য নিম্নরূপ:

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন মামলার সংখ্যা- ২(দুই)টি ক. রিট পিটিশন নং- ৯০৫৩/২০১৯ খ. রিট পিটিশন মামলা নং-৬১৫৭/২০২১। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলার ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত আপিল বিভাগে চলমান আপীল মামলার সংখ্যা- ২ (দুই) টি ক. আপিল মামলা নং- ১৩৩৫/২০১৯ খ. আপিল মামলা নং-৫০/২০২০। কনটেম্পট পিটিশন ০১টি কনটেম্পট পিটিশন নং ১৬/২০১৬। রিভিউ মামলা ০৪টি (রিট পিটিশন নং-৫১০০, ৫১০১, ৫১০২ ও ৫১০৩/২০০৯ হতে উদ্ভূত সিপি আপিল নং-২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৭৮৩/২০১২ ও সিপি ২৫০৮/২০১৩)।

আইসিটি সেল এর কার্যাবলি

- পরিকল্পনা বিভাগের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের Basic Computer Literacy এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাৎসরিক বাজেট, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা, সকল ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এডিপি/আরএডিপি প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ সময়কালীন বিভিন্ন সভা/প্রোগ্রাম/প্রশিক্ষণ অনলাইনে আয়োজনের নিমিত্ত জুম পরিসেবা ক্রয় এবং সাপোর্ট প্রদান করা রয়েছে।
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি কক্ষ-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিয়মিত ECNEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫-২০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব" শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগীতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৫টি সার্ভিসকে ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR প্রস্তুত করা হয় যার তালিকা নিম্নরূপ-

১.	Project Processing, Appraisal & Management System
২.	National Plan Management System
৩.	GIS Based Resource Management System
৪.	Research Management System
৫.	ADP/RADP Management System

- ০৫টি সার্ভিস এর মধ্যে ADP/RADP Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এডিপি এবং আরএডিপি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

- বাকী ০৪টি সার্ভিস পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে Project Processing, Appraisal & Management System (PPS) এবং Research Management System (RMS) সফটওয়্যার দুটি ০৩/০৪/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পাইলটিং পর্যায়ে উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া, National Plan Management System এবং GIS Based Resource Management System সফটওয়্যার এর ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা একক সাইন অন সুবিধাসহ ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

২.৩.২ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের কার্যাবলি

২০২১-২২ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১ম এনইসি সভার তারিখঃ ০২/০৩/২০২২ (১৭ ফাল্গুন, ১৪২৯)

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জুলাই ২০২১ হতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা" ২০২২ উপস্থাপন;

২য় এনইসি সভার তারিখঃ ১৭/০৫/২০২২ (০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯)

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
- বিদ্যমান "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা" সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবনা অনুমোদন;

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক এর মাননীয় চেয়ারর্সন এর সভাপতিত্বে ১৮টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে মোট ১৮১টি প্রকল্প অনুমোদন হয়, যার মধ্যে ১২২টি নতুন প্রকল্প এবং ৫৯টি সংশোধিত প্রকল্প। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৮৪১৪.০২ কোটি টাকা (জিওবি ৩০১৭৯৫.৮০ কোটি, নিজস্ব অর্থায়ন ৫৫৩৫.৭৫ কোটি এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ১৮১০৮২.৪৭ কোটি টাকা)
এছাড়ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুর্ধ্ব ৫০ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ৭৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৬৫৩.৫৬৪২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচির ওপর পরিকল্পনা কমিশনের ৩টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম সভা ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২য় সভা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং ৩য় সভা ১১ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফর সংক্রান্ত ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস

২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ০১টি ব্রিফ/টকিং পয়েন্ট প্রস্তুত করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- ১২ জুলাই ২০২১ অনুষ্ঠেয় Parliamentary Forum at the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development and related meetings এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের যোগদানের নিমিত্ত ব্রিফ/টকিং প্রয়েন্ট।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মিটিং

২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২৯/০৮/২০২১, ১৭/১০/২০২১, ২৪/১০/২০২১, ০৫/১২/২০২১, ২৭/০২/২০২২ এবং ২৬/০৫/২০২২ তারিখে মোট ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রেরিত তথ্যাবলী

২০২১-২০২২ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তর দানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ১৮৫টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৪টি ব্যাচে মোট ২৪১জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' বিষয়ক বিদ্যমান পরিপত্রটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নির্দেশিকাটি ১৭.০৫.২২ তারিখে এনইসি সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকাটির ২০০০ (দুই হাজার) কপি বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি.প্রেস) হতে মুদ্রণ করা হয়েছে।

২.৩.৩ পিটিসি অনুবিভাগ

সমন্বয় শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি অনুযায়ী সমন্বয় শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা/আইন/বিধিমালার উপর পরিকল্পনা বিভাগের মতামত প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ও মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সমন্বয় শাখার কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কিত চাহিত তথ্যাদি সমন্বিতভাবে সমন্বয় শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক ও ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন, পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সংক্রান্ত ত্রৈ-মাসিক তথ্য জনপ্রাশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে;
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের তালিকা পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার (RTI) কর্ণারে প্রকাশ করা হয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর (৮)১ ধারার ভিত্তিতে ৩জন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে ২৭/০১/২০২২ ও ০৬/০৬/২০২২ তারিখ স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ২টি জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মসম্পাদন সূচক [১.৫] অনুযায়ী তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জনসচেতনামূলক প্রচারপত্র/লিফলেট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ এবং পাবলিক প্লেসে টাঙ্গানো হয়েছে;

- বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এবং বিআইডিএস'র ২১জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অবসরোত্তর ছুটির (পিআরএল) এর তালিকা যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে;
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২১' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভা, 'বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন' নামক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, পরিকল্পনা কমিশন ক্যাম্পাসের মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়;
- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ বছরব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে 'Dream of Bangabandhu Sheikh Mujib : Transformation of an Agrarian Economy' -শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: 'Dream of Bangabandhu Sheikh Mujib : Transformation of an Agrarian Economy' -শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

- 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং পরিকল্পনা কমিশন ক্যাম্পাস মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়;

চিত্র: ১৮ অক্টোবর ২০২১ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে উন্নয়ন মেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণ করেন;

চিত্র: ১২ ডিসেম্বর ২০২১ উন্নয়ন মেলা

- পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, আলোচনা সভা, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যান্ত্রিকবহর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা হয়;

- ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ পালন/উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বাদ যোহর মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়;

চিত্র: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ পালন/উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে আলোকসজ্জা, শিশু কিশোরদের রচনা প্রতিযোগিতা, কেক কাটা, ফেস্টুনসহ বেলুন উড়ানো হয় ও পায়রা অবমুক্ত করা হয়। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে আলোচনা সভা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর নির্মিত ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন, দোয়া ও মিলাদ মাহ্‌ফিল আয়োজন করা হয়;

চিত্র: ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

- ২৬ মার্চ ২০২২ "মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়, ফেস্টুনসহ বেলুন উড়ানো হয় ও পায়রা অবমুক্ত করা হয়। আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়;

চিত্র: ২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে সংশোধনসহ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও এ শাখায় করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো:

- যথাযথ ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি এবং প্রয়োজনবোধে অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনে সহায়তা করা।

কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি (প্রকল্প দলিল) অনুযায়ী জনবল সংরক্ষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ইত্যাদি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০২১-২০২২	১৭টি	১২৩.০৯০০	৫৩.৬৪০০	৪৩.৫৫১৩	৮১.১৯%

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তালিকা:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিকল্পনা বিভাগ				
১	ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত), (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	১৭১৯.০০	০.০০	১৭১৯.০০
২	উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৫)	৫৭৭৮.০০	০.০০	৫৭৭৮.০০
৩	পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	২৫৬৩.০১	০.০০	২৫৬৩.০১
৪	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রদর্শন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	২১০৩.০০	০.০০	২১০৩.০০
৫	বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত), (ফেব্রুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩)	১৬২৪.০০	০.০০	১৬২৪.০০
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কার্যক্রম বিভাগ				
৬	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত), (এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	৩৮৯৬.৯৬	০.০০	৩৮৯৬.৯৬
৭	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এস পি আই এম এস), (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, (জুলাই ১৪ হতে জুন ২০২৩)	১২৬৭.০০	৫৮৮০.০০	৭১৪৭.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
৮	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ১৫ হতে এপ্রিল ২০২২)	৩০০.০০	৪২৩০.০০	৪৫৩০.০০
৯	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট (২য় সংশোধিত), (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	১২৫.৯৯	১২৫৯.৮৬	১৩৮৫.৮৫
গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ				
১০	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত), (মার্চ ২০১৭ হতে জুন ২০২২)	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০
১১	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত), (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩)	৩৬১২.০৫	০.০০	৩৬১২.০৫
১২	জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়সমূহকে পরিকল্পনা ও নীতিমালায় সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৭.২০	২৮৮.৭২	৩২৫.৯২
১৩	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প, (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	২৭১০.০০	০.০০	২৭১০.০০
১৪	Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan-2100 প্রকল্প, (অক্টোবর, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২)	১৭৬৫.০০	৪৬০৪.০০	৬৩৬৯.০০
ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ				
১৫	সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন, (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩)	১৭৮৯.০০	০.০০	১৭৮৯.০০
ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ				
১৬	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, (অক্টোবর ২০২১ থেকে জুন ২০২৪)	১৬৪০.৮৫	০.০০	১৬৪০.৮৫
চ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিআইডিএস				
১৭	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম প্রকল্প, (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪)	৪৬৩.৬১	০.০০	৪৬৩.৬১

প্রশিক্ষণ শাখার কার্যাবলি

- ২০২১ - ২০২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ৬২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ২৭২২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাচে ১৭৯৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২১ - ২০২২ অর্থবছরে ৪৬জন কর্মকর্তা (পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৪৪জন এবং বিআইডিএস'র ০২জন) বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন;
- ২০২১ - ২০২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ৮৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে সর্বমোট ৩২৯৪জন অংশগ্রহণ করেন।

লাইব্রেরি শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের প্রশাসনিক ও পেশাদারী কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরণের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা:

বই ও পত্র-পত্রিকার হিসাব

মোট বই	২৩,০০৪টি (রেজিষ্টার তালিকাভূক্ত)
দৈনিক পত্রিকা	০৫টি (ইত্তেফাক, যুগান্তর, জনকন্ঠ, প্রথম আলো, Daily Star)
সাপ্তাহিক (দেশী)	০৩টি (রবিবার, সাপ্তাহিক, Dhaka Courier)
সাপ্তাহিক (বিদেশী)	০২টি (The Economist, Time)
মাসিক	Reader Digest

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের লাইব্রেরিতে **"বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার"** স্থাপন করা হয়েছে।

২.৩.৪ বাজেট অনুবিভাগ

সাধারণ শাখা-১ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী'র দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দপ্তরসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ ২,০৪,০৯৫/-(দুই লক্ষ চার হাজার পচানব্বই) টাকা, শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী বাবদ ২,৪৯,৫৫০/-(দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ১৭-২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের পোশাক ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ১০,৪৯,৯৬৫/-(দশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পয়ষট্টি) টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৮,৯৮,১৯০/- (আট লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত নব্বই) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১,৪৮,৫১৩/- (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত তের) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জম ক্রয় বাবদ ১২,৩১,৫১৪.০৩২/- (বার লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা শূন্য বত্রিশ পঁয়শা) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও

সরঞ্জামাদি (ফ্রিজ) ক্রয় বাবদ ৬০,৫৫০/-(ষাট হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ/ক্রয় বাবদ ৪০,৯৩,৮৩৮.৩৪৫/- (চল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত আটত্রিশ টাকা তিনশত পয়তাল্লিশ পঁয়শা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে সাধারণ অধিশাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদি

- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অনুকূলে অত্র বিভাগ হতে এ, বি ও সি শ্রেণির সর্বমোট ১৩ (তের)টি সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান;
- পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ অধিশাখা-১ এর স্টোরে রক্ষিত পুরাতন/অকেজো/অব্যবহৃত আসবাবপত্র/মালামাল সর্বমোট ৪০,২৭০/-(চল্লিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকা নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান;
- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্র অনুযায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ বরাবরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের স্বেচ্ছাধীন তহবিলের ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৭,৫০,০০০/- (সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার সরকারী মঞ্জুরী জারি;
- পরিকল্পনা বিভাগের কোটাভূক্ত এ, বি ও সি শ্রেণির সরকারি বাসা সংক্রান্ত ৪০(চল্লিশ)টি না-দাবিপত্র জারি;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থার অফিস কক্ষ/কার্যালয় বরাদ্দকরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মকর্তাগণের সরকারি বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত ০৩(তিন)টি আবেদনপত্র অগ্রায়ন;
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কল্যাণমূলক বিষয়াদি সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ অফিস কক্ষের সাধারণ (ভৌত) ও বৈদ্যুতিক মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণপূর্ত বিভাগের (সিভিল/ই/এম) সাথে উক্ত কাজের সমন্বয়সাধন;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

সাধারণ শাখা-২ এর কার্যাবলি

- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও টেলিফোন বিল বাবদ ১১,৬৬,৬৮০/-(এগার লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত আশি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের দপ্তরে ব্যবহৃত ইন্টারনেট বিল বাবদ সর্বমোট ১৩,৪৩,০৬০/- (তের লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ষাট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সিল, অটোসিল ও নামফলক সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ২,৮৪,৮৬০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত ষাট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল বাবদ ৫৬,২৫,৭১৮/- (ছাপ্পান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশত আঠারো) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহের বিল বাবদ ১২,৩৪,০৯১/- (বার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একানব্বই) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টার টোনার, ফটোকপিয়ার টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৩৮,৩৭,৫২০/-(আটত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ সর্বমোট=৬,৪০,৩১০/- (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত দশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বমোট ১১,৫৭,৪৪৮/- (এগার লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত আটচল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে অল ইন ওয়ান কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডুপ্লেক্স প্রিন্টার, কালার প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট= ৪৮,৯২,৯৬০/- (আটচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত ষাট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;

- ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে নতুন ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=১৪,৪৯,১২৫/- (চৌদ্দ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থ বছরে মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য ক্রোকারিজ সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=২৪,৫৫,৭৯০/-(চব্বিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশত নব্বই) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া সাধারণ অধিশাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহ

- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারী করা হয়;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং গেইট ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য কমিটি গঠন, সভা আহবান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকী এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাংকিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগের লাইব্রেরী শাখার জন্য চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের বই সরবরাহ করা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলি

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮/০৬/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১৭টি কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। ২৭টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ২৭টি পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য এপিএ টিমের ০৬টি মাসিক সভা, ০৪ (চার)টি বিএমসি সভা এবং ০১টি এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চা উৎসাহিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত ০৬/০৬/২১ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS) ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৭টি কার্যক্রমের আওতায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের ০৩(তিন)জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৩০/০৬/২০২২ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব মো: নজিব, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, ১০ম-১৬তম গ্রেডের মধ্যে জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, ১৭তম-২০তম গ্রেডের মধ্যে বেগম জুয়েলা শেখ, অফিস সহায়ক, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান হিসেবে ড. বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), আগারগাঁও, ঢাকা-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরিকল্পনা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ১৫/০৬/২০২১ তারিখে প্রণয়ন করা হয়। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে 'কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্ধারিত ছকে প্রস্তাবিত চলমান প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে এডিপি/আরএডিপিতে প্রদত্ত বরাদ্দ উপযোজনপূর্বক বরাদ্দ পুন:নির্ধারণ' কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনলাইনে ০৪ (চার) টি এবং ডাকযোগে ০১টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ০৫ (পাঁচ) টি অভিযোগ পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকায় নথিজাত করা হয়েছে অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে

অভিযোগ বাক্সেও কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সিটিজেন চার্টার ০৪ (চার) বার হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাজেট শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাজেট শাখা একটি অন্যতম কার্যসম্পাদনকারী শাখা। এ শাখার মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/ পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন ব্যয় খাতের প্রস্তাবিত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখায়/অধিশাখায় চাহিদা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন ও পুনঃউপযোজন করা হয়। সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত, কম্পিউটার ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এছাড়া, অফিসের কাজে বাহিরে যাতায়াতের জন্য যাতায়াত বিল প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন)	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট বাস্তবায়নের হার
১.	২০২১-২২	৭৬,৪৫.৩২	৬৫,৮০.৬৮	৮৬.০৭%

২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট শাখার আওতায় সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রম এ অংশে উপস্থাপন করা হলো

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় অর্থ বিভাগের বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগের সংশোধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়)" শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের অগ্রিম ঋণ প্রক্রিয়াকরণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি ;
- সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ ও iBAS++এ এন্ট্রিকরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যাবলি সম্পাদন;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যাতায়াত বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিশোধের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;
- বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১০(দশ) বছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগের সচিবালয় এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ও উদ্বৃত্ত সমর্পনের হিসাব প্রণয়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ বিভাগে ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং পরবর্তী অর্থ বছরের মঞ্জুরি দাবী জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবী পেশ করে ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ।

হিসাব শাখার কার্যাবলি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের ৪০০ জন কর্মকর্তা ও ২৬৩ জন কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল অনলাইনে সিএও অফিসে প্রেরণ ও বেতন নির্ধারণী বিবরণী তৈরী ও সম্মানী ভাতা, টি,এ/ডি,এ গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত, মটরসাইকেল, কম্পিউটার, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ছুটি নগদায়নের বিল, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা বিল এবং আনুষাংগিক বিল সহ মোট ৫৫৮০ টি বিল তৈরি করে অডিট অফিসে প্রেরণ এবং অডিট অফিস হতে চেক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত ১৮২৫ টি চিঠিপত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্রবিভাগ/কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সুবিধার্থে প্রতিমাসের খরচের হিসাব বিবরণী তৈরী করে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ক্যাশবই ও যাবতীয় রেজিষ্টারগুলি সুষ্ঠুভাবে লেখা হয়েছে। আনুমানিক ৫০টি গৃহনির্মাণ,গৃহ মেরামত, মটরসাইকেল ও কম্পিউটার অগ্রিমের কর্তন বিবরণী সত্যায়িত করা হয়েছে। অত্রবিভাগ/কমিশনের আনুমানিক ১৬০ টি ছুটির প্রতিবেদন তৈরী করে প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত আনুমানিক ১০ টি নথির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এর মাসিক হিসাব প্রস্তুত করে প্রতিমাসে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিমাসে অত্রবিভাগের চীফ একাউন্টস এন্ড ফিনান্স অফিসারের কার্যালয়ের মাসিক খরচের হিসাব বিবরণীর সাথে পরিকল্পনা বিভাগের হিসাব শাখার মাসিক হিসাব বিবরণী সংগতি সাধন করা হয়েছে। হিসাব শাখার ই-নথি ফাইল এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটের জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১.	পরিকল্পনা বিভাগ	০৫	৫০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ)	০১	০৪	৪৭.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ)	০১	০৩.০০ (তিন লক্ষ)
	মোটঃ	০৫	৫০.০০	০১	০৪	৪৭.০০	০১	০৩.০০

২.৪ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

২.৪.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর কার্যাবলি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

২.৪.২ লক্ষ্য (Vision)

সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

২.৪.৩ কর্মক্ষেত্র (Areas of work)

- তরুণ গবেষক তৈরিতে প্রমোশনাল ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান;
- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি;
- ফেলোশিপ ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান;
- এসএসআরসি এর মঞ্জুরি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বঙ্গবন্ধু গবেষণা কার্যক্রমের উপর গবেষণা মঞ্জুরি;
- এসএসআরসি এর অধীনে সমাপ্তকৃত গবেষণাগুলো এসএসআরসি'র ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষণ ।

২.৪.৪ টার্গেট গ্রুপ (Target Groups)

- তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া নতুন গ্র্যাজুয়েট;
- এমফিল এবং পিএইচডি গবেষক, নিজ নিজ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভূক্ত;
- গবেষণা বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান;
- যেসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রনালীবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে;
- বিশেষজ্ঞ গবেষক।

২.৪.৫ মূল কাজ (Key Function)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক গবেষণার চাহিদা যাচাই:

- স্টেকহোল্ডারদের সাথে গবেষণার তথ্য বিস্তরণ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- এসএসআরসি-এর জার্নালে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা;
- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা, বই এবং জার্নালগুলো সংরক্ষণ করা।

২.৪.৬ গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান

এসএসআরসি পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই পাঁচটি ক্যাটাগরির গবেষণা হলো:

(১) প্রমোশনাল গবেষণা (২) ফেলোশিপ গবেষণা (৩) প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা (৪) পিএইচডি গবেষণা এবং (৫) এমফিল গবেষণা। এই পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় সামাজিক বিজ্ঞান গবষেণা পরিষদ প্রণীত গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্ত গবেষণার সংখ্যা নির্ধারিত ছিল ৩৬ টি। এর মধ্যে প্রমোশনাল-০৬ টি, প্রাতিষ্ঠানিক-০৫ টি, ফেলোশিপ-১৮ টি, এমফিল ০১ টি ও পিএইচডি-০৬ টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে গবেষণাখাতে মোট ১,৬০,০০০০০/-(এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা বরাদ্ধ ছিল। এর মধ্যে ১,৫৯,৯০,০০০/-(এক কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হয়। সমাপ্তিকৃত ৩৬ টি গবেষণা্র অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ উক্ত ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

২.৪.৭ ওয়ার্কশপ ও সেমিনার

২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে মোট ২৪ টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে “Bangabandhu’s Journey Towards Hunger and Poverty free Planned Economy” শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

[চিত্রঃ“**Bangabandhu’s Journey Towards Hunger and Poverty free Planned Economy**” শীর্ষক সেমিনার]

২.৪.৮ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। এ কার্যক্রমের অধীনে মোট ১২ (বার) টি গবষেণা চলমান আছে। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের অধীনে সকল ক্যাটাগরিতে গবষেণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা (কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি উন্নয়ন, রাজনীতি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়), ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবষেণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা হয়। এ গবেষণা প্রতিবেদনগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া এ ডুকমেন্টেশনে জাতির পিতার উপর প্রকাশিত গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

[চিত্রঃ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের আওতায় চলমান গবেষণার উপর খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন শীর্ষক সেমিনার-২০২১]

২.৪.৯ শুদ্ধাচার পুরস্কার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে একটি সিটিজেন চার্টার, শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রণোদনা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ হতে উপসচিব পর্যায়ে একজন কর্মকর্তকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেছেন । এ পুরস্কার এসএসআরসি'র সুষ্ঠু কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ। যা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুপ্রানিত করবে।

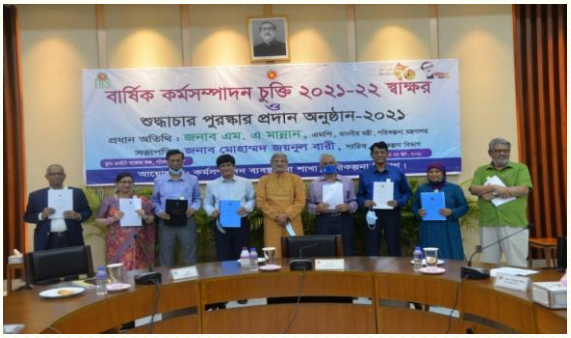

[বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ২০২১-২২ ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান]

[চিত্রঃ শুদ্ধাচার সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন এসএসআরসি'র উপসচিব জনাব কামরুজজামান]

২.৪.১০ গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে গবেষণা ফলাফল প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ করা হয়। বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

[চিত্র: গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ শীর্ষক কর্মশালা-২০২২]

২.৪.১১ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান, বাছাইকরণ, ইনসেপশন কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন কার্যক্রম

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানের পূর্বে চাহিদা যাচাই সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপে গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২ এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাইকরণ করা হয়। গবেষকদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা গবেষণা প্রস্তাবনার মান পরিমাপ ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করে প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গবেষণা প্রস্তাবনার মান নির্ধারণ করে। প্রতি অর্থবছরের বাজেট বিবেচনায় নিয়ে ক্যাটাগরিভিত্তিক গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫৯ টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ৪৯ টি গবেষণা প্রস্তাবনা স্টিয়ারিং কমিটির কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

[চিত্রঃ ফেলোশীপ ক্যাটাগরির চলমান গবেষণা খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন শীর্ষক সেমিনার-২০২২]

২.৪.১২ গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ

বিগত ১২-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

[সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের “গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ বিষয়ক ওয়ার্কসশপ-২০২২”]

২.৪.১৩ গবেষণা ও জার্নাল প্রকাশ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল প্রকাশ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির অধীন সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহের মান বিবেচনায় নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্র অনুযায়ী সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি গুচ্ছ বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। প্রকাশিত সকল জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

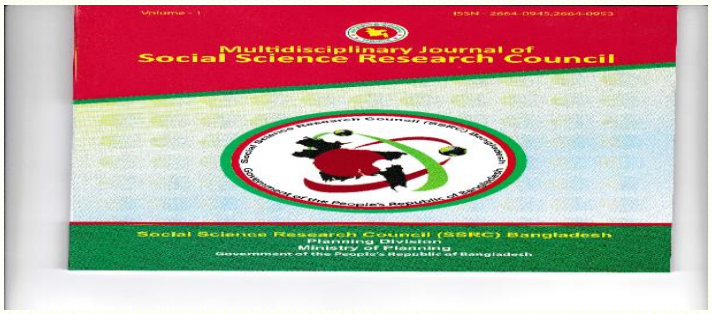

২.৪.১৪ ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

এসএসআরসি-এর অধীন সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি বৃহৎ ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। এটি পরিকল্পনা চত্তরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এ কেন্দ্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতি অর্থবছরে প্রয়োজনীয় ক্রয়কৃত পুস্তকও এ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। গবেষক, নীতি প্রনেতা, পরিকল্পনাবিদ, একাডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি এ কেন্দ্রের গবেষণা প্রতিবেদন ও সংরক্ষিত বই ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। এ সেন্টারটি আধুনিকায়ন (ডিজিটালাইজড) করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৬ টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ মোট ৭৯৫টি গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

২.৪.১৫ গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আর্থিক মঞ্জুরী

২০২১-২২ অর্থ বছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ১০ (দশ) টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে (১) অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (২) জামাল-নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম (৩) Bangladesh Bioethics Society, 1085/1 Malibag Chowdhury Para,Dhaka-1219 (৪) Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM), Affiliated to the Dhaka University, E-33 Agargoan, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 (৫) উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (৬) অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সভার, ঢাকা, (৭) Urban and Rural Planning Discipline, Khulna University, Khulna (৮) দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা (৯) শাবিপ্রবি গবেষণা কেন্দ্র, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (১০) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)। রিসার্চ মেথডোলজিসহ সামাজিকবিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ১০ টি প্রতিষ্ঠানকে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা করে মোট ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ১০ (দশ) টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটের মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০৬ জন।

[চিত্র: এসএসআরসি'র আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) কর্তৃক পরিচালিত Essential Element of Research Methodology for the Professionals and Young Researchers শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান]

[চিত্র: এসএসআরসি'র আর্থিক সহায়তায় Accident Research Institute (BUET) কর্তৃক 6th Training Course on Social Science Research Techniques for Transportation Planning and Safety-2021 শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান]

২.৪.১৬ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও সমাপ্তকৃত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের আপডেট

২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি নীতিমালা (সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২)। এ নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট এর পরিমার্জিত কপি বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ওয়েবসাইটেও (ssrc.portal.gov.bd) সফট কপি রয়েছে। প্রতিবছর কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ নীতিমালা সমস্যাকেন্দ্রিক অংশের পরিমার্জন করা হয়। এছাড়া নীতিমালার কোন অংশের অস্পষ্টতা থাকলে তা পরিমার্জন, পরিবর্ধন করাও এ কার্যক্রমের অংশ। তাছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের বছরব্যাপি এ প্রতিষ্ঠানটি যেসকল কার্যক্রম করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিচ্ছবিভিত্তিক প্রতিবেদন সম্বলিত প্রকাশনা। মূলতঃ এটি একটি বুলেটিন। এটি সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

২.৪.১৭ প্রকাশনা প্রচার ও প্রকাশ

২০২১-২২ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন চিন্তা ও আজকের বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

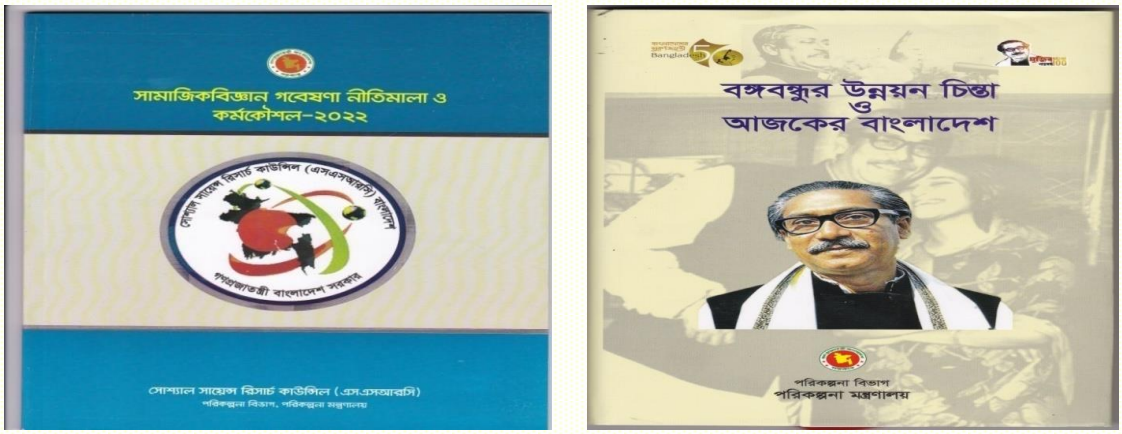

[সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন চিন্তা ও আজকের বাংলাদেশ" এবং সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২]

২.৪.১৮ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২১-২২ অর্থবছরে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে সংশোধিত বাজেটসহ মোট বরাদ্দ ছিল ৩২,৬৫,০০০/- টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩২,৩৬,৫২০.২৬ টাকা ব্যয়ের হার ৯৯.১২%।

২.৪.১৯ বাজেট ব্যয় বিবরণ

২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের মোট বরাদ্দ ছিল ২,৫৭,৪৫,০০০/- টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,৫৭,৫০,৭৪৪.৫১ টাকা। অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৫,৭৪৪.৫১ টাকা। ব্যয়ের হার ১০০ %বেশী।

২.৪.২০ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আওতাধীন একটি সেন্টার।যা পরিকল্পনা কমিশন এর চত্বরে অবস্থিত এনইসি অডিটরিয়াম এর ২য় তলায় অবস্থিত।এই সেন্টারে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার প্রতিবেদন সমূহ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রতি অর্থবছর অনুযায়ী ক্রয়কৃত প্রয়োজনীয় পুস্তক ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট বই সমূহ সংরক্ষিত আছে। যা গবেষক, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, একাডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও অন্যান্য বই সমূহ পদ্ধতিগত ও সুশৃংখল উপায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাজিয়ে রাখা হয়। সম্প্রতি সেন্টারটি মনোরম পরিবেশে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।এই সেন্টারে একটি বঙ্গবন্ধু কর্ণার রয়েছে।

[চিত্র:বঙ্গবন্ধু রিচার্স ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার]

[চিত্র: বঙ্গবন্ধু কর্ণার, যা 'বঙ্গবন্ধু রিচার্স ও ডকুমেন্টেশন সেন্টারে' অবস্থিত। এখানে বঙ্গবন্ধুর একটি স্কেচ সহ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই রয়েছে]

২.৪.২১ ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত গবেষণার তালিকা

পিএইচডি গবেষণা

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১	ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা	Government and NGO partnership in Education Sector, Evaluation of Governance and Linkage	২০২১-২২
০২.	জান্নাতুল ফেরদৌস সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা মোবাইল : ০১৭৪৩৯০২৯৯৬ ই-মেইল : jannat.lata@yahoo.com	Citizens' Trust and Good Governance in Local Government Institutions: A Comparative of Two City Corporation	২০২১-২২
০৩.	ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার অধ্যাপক আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কুড়িল, ঢাকা মোবাইল: ০১৯০৮১৪৭০৮০ ই-মেইল: rofiqul.islam@aiub.edu	Autonomy in Budgeting Decisions of Union Councils: A study of Sunamganj District in Bangladesh	২০২১-২২
০৪.	জনাব রামকৃষ্ণ নাথ ৫৬০, উত্তর ইব্রাহিমপুর, ফ্ল্যাট নং-৭/সি মিরপুর-১৪, কাফরুল, ঢাকা-১২০৭ মোবাইলঃ ০১৭১১২২৫৬৮৮ ই-মেইল: ramkrishnanath@gmail.com	Crimes and Disaster: A Scenario of Coastal Regions of Bangladesh	২০২১-২২

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৫.	মো: আকরাম হোসেন সরকার, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), মাধ্যমকি ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১২৩১৪৪৫৭, ০১৫২১৪০৬০৪০ ই-মেইল: asarker905@gmail.com	চলনবিলের ইতিহাস : জনপদ ও জনজীবন	২০২১-২২
০৬.	মো: ইব্রাহিম হোসেন, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিক (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	বরেন্দ্র অঞ্চলে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধারা ১২০০-১৮৫৮ শীর্ষক পিএইচডি গবেষণা	২০২১-২০২২

এমফিল গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	অন্তরা দে, এমফিল গবেষক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	Ambiguities of Masculinity after River Bank Erosion Displacement: An Empirical Study of Perception and Experience of Displacement Male Slum Dwellers	২০২১-২২

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ সিস্টেম (সাউরেস), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	Processing, Packaging and Value Addition of High Value Crops for Reduction of Losses and Maintaining Quality	২০২১-২২
০২.	Sustainable Environmental Management Consultation Limited (SEMAC)	Evaluation of Environmental Safety for Ecotourism at Cox's Bazar Sea Beach, Bangladesh	২০২১-২২
০৩.	Dr. Wazed Research and Training Institute, Begum Rokeya University, Rangpur	Problems and Prospects of Adult Education in Bangladesh: Employment Perspective	২০২১-২২
০৪.	ড. এম মোফাজ্জল হোসাইন, সাবেক অধ্যাপক উদ্যানতত্ত্ববিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	Development of Sustainable Hydroponic Techniques of Capsicum under Changing Climate in Bangladesh"	২০২১-২০২২
০৫.	পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Perceived Needs and Barriers of Sexual and Reproductive Health Services among Married Female Adolescents of Urban Slum in Dhaka City	২০২১-২২

ফেলোশীপ গবেষণা

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	ড. মো: মামুন-উর-রশিদ সহযোগী অধ্যাপক পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	Quality of Public Secondary School Education: Gap Between Demand and Supply	২০২১-২২
০২.	প্রফেসর ড. মো: নাসির উদ্দিন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	Library Landscape Assessment: Explore the Information Needs of the People for Building Digital Bangladesh"	২০২১-২২
০৩.	ড. প্রসন্নজিৎ সরকার সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. ওয়াজেদ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিউট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	no metsyS idnuH fo tcapmI" Bangladesh Economy: A Situation Analysis	২০২১-২২
০৪.	Dr. Uttam Kumar Datta Senior Management Counselor & Head of Research and Publication Division,Bangladesh Institute of Management, 4, Sobhanbag, Dhaka-1207, Phone- 01715782054	A Model for Designing and Delivering a Political Product to Win Power for a Peaceful Democracy	২০২১-২২
০৫.	ড. গৌর গোবিন্দ গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, বসুন্ধরা, ঢাকা	Private Universities in Bangladesh: A Key Driver for Achieving Upper Middle Income Status	২০২১-২২
০৬.	ড. মোছা: পাপিয়া সুলতানা, অধ্যাপক , পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	Effect of Tobacco Control Acts initiated by Government to Reduce Tobacco Use among Young Educated People in Bangladesh	২০২১-২২
০৭.	ড. জসীম উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা	Automation System for Rehabilitation of Disable and Elderly People: A Trade-off between Machines Intelligence and Consumer Trust	২০২১-২২
০৮.	ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	Exploring Water Pollution of Major Three Rivers-focusing Social and Environmental Impact Assessment	২০২১-২২
০৯.	ড. এস এম হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Secondary Science Teachers Understandings and Challenges about to Develop and Assess the Creative Questions	২০২১-২২
১০.	ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, ঢাকা	Knowledge, Attitudes and Practice (KAP) Study for Reducing Invalid Doses of Immunization Schedule in Urban Area: A Study in Dhaka North City Corporation	২০২১-২২
১১.	ড. সালমা জোহরা, অধ্যাপক (সমাজকল্যাণ), সেসিপ, এনসিটিবি (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড)	বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা	২০২১-২২

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১২.	ড. আবুল কালাম মোঃ রফিকুল্লাহ, উপসচিব (অবসরপ্রাপ্ত), ধানসিড়ি গার্ডেন (এ-০৩), ৩৫০ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা	বাংলাদেশের গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫–এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি	২০২১-২২
১৩.	ড. আছমা আক্তার জাহান, যুগ্মসচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	Domestic Violence against Women and Strengthen the Legal System of Bangladesh: An Exploratory Study	২০২১-২২
১৪.	ড. মোঃ হারিছুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, বসুন্ধরা, ঢাকা	"Global vessels and Local Lives: An Anthropological Study of Ship breaking Workers in Bangladesh"	২০২১-২২
১৫.	প্রফেসর শামিম আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ইংরেজি, চেয়ারম্যান, স্পেনর সার্ভিসেস লিমিটেড, ১ পরিবাগ, ফ্ল্যাটনং ৩বি, পরিবাগ গার্ডেন টাওয়ার, ঢাকা	Exploring the scopes and challenges of E-training modality for secondary school teacher in Bangladesh	২০২১-২২
১৬.	ড. সাবের আহমেদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	The Rise of Religious Extermism in Educated Youth of Bangladesh: Causes and Remedies	২০২১-২২
১৭.	Dr. Tania Haque, Professor, Department of Women and Gender Studies, Dhaka University	Redefining Unpaid Care Work: Recognition and Redistribution	২০২১-২২
১৮.	মোহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম, অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	Assessing Information Literacy (IL) and Information & Communication Technology (ICT) Skills among the Female Students of Rural Secondary Schools of Bangladesh	২০২১-২২

প্রমোশনাল গবেষণা

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	Janab Md. Ashrafuzzaman Senior Lecturer Department of Education Prime University Mobele: 01716504070 E-mail: ashraf_ier@yahoo.com	Education for Transgender Society: Access, Drop-out, Challenges and Opportunities	২০২১-২২
০২.	প্রফেসর খান মোঃ মাইনুল হক ফ্ল্যাট নং-১৩০৫, বিল্ডিং নং-১১, ডি (চামেলী-২), উত্তরা রাজউক এপার্টমেন্ট প্রজেক্ট, ব্লক নং-এ, উত্তরা, ঢাকা	Access to and Quality of Primary Education of the Children of Santal an Ethnic Minority: An Exploratory Study in Godagari Upazila Under Rajshahi District	২০২১-২২
০৩.	কাজী নূর হোসেন সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	Unsafe Driving Behavior related to Road Accident: Intermodel Interactions and Implication for Road Safety	২০২১-২২

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৪.	Nilufar Easmin Institute of Education & Research University of Dhaka Mobile: 01687628821 E-mail: nilufarchadni34@gmail.com	Use of Digital Learning Materials in Formal and Non-formal Education	২০২১-২২
০৫.	Tasfi Aktar Room no-111, Bagladesh Kawat Matree Hall, University of Dhaka Mobile: 01760580032 E-mail: aktartasfi@gmail.com	Communal Harmony and Human Security in Bangladesh: A Socio-economic Analysis	২০২১-২২
০৬.	মোছাঃ মরিয়ম বেগম জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, ফার্মাসিবিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, জহুরুল ইসলাম সিটি, আফতাবনগর, ঢাকা-১২১২,বর্তমানঃ জিপি-৩৯/৩, মহাখালী, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, মোবাইলঃ ০১৭৬০৪০০০৯৯ E-Mail: mrb@ewubd.edu mariumphar23@gmail.com	Medicine Dispensing Pattern between Retail Medicine Shops and Model Pharmacies in Dhaka Metropolis	২০২১-২২

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

৩.০ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

৩.১ রূপকল্প

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি সামষ্টিক বিভাগ। এ বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ বিভাগের রূপকল্প নিম্নরূপ:

"সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা"।

৩.২ লক্ষ্য

কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

৩.৩ উদ্দেশ্য

- কার্যকর টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াদি যেমন সামষ্টিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা।

৩.৪ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বাবলী

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমনঃ বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান- ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়ন মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- সার্ক সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ;
- Foreign Direct Investment (FDI) - এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;
- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য অনুরোধক্রমে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ; এবং
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান, ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ।

৩.৫ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

৩.৫.১ প্রথম আন্তর্জাতিক ডেল্টা কনফারেন্স আয়োজন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশল, বাস্তবায়ন, অর্থায়ন, অগ্রাধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে (দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে) জিইডি এবং বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাস এর উদ্যোগে ঢাকায় **গত ২৬-২৭ মে ২০২২** তারিখ দুই দিনব্যাপী "Bangladesh Delta Plan 2100 International Conference: 'Issues and Challenges of Implementation'" শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্স উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ কনফারেন্স আয়োজনে বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, জাইকা প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

চিত্র: "Bangladesh Delta Plan 2100 International Conference: 'Issues and Challenges of Implementation' আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

৩.৫.২ ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল (DGC) গঠন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সংস্থান অনুসারে এ পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল' ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সহ-সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এ ফোরামটি তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক সত্ত্বা হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া এ কমিটি কৌশলগত পরামর্শ এবং নীতি নির্দেশনা প্রদান করবে। গঠিত কমিটির প্রথম সভা গত ২২ মে ২০২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৫.৩ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ ও এর বিনিয়োগ পরিকল্পনার ম্যাপিং

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডেল্টা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকরভাবে আলোচনার মাধ্যমে কৌশল/উপকৌশলসমূহের একটি ম্যাপিং চূড়ান্ত হয়েছে। এ ম্যাপিং এর উপর ভিত্তি করে ডেল্টা সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে।

৩.৫.৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার যথাযথ প্রতিফলন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বাস্তবায়নকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে পানি সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতের ৪৭টি প্রকল্প ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক পানি সংগঠনগুলোকে সক্রিয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন কৌশলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৫.৫ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এসআইবিডিপি ২১০০ প্রকল্পের আওতায় একটি পুর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে Appraising Bangladesh Delta Plan-2100, Adaptive Delta Management (ADM), Meta Model, Advanced Adaptive Delta Management (ADM) for BDP 2100 Implementation প্রভৃতি বিষয়ে ওপর ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ডেল্টা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মোট ৩৬৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: এসআইবিডিপি ২১০০ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

৩.৬ ডেল্টা উইং গঠন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সার্বিক সমন্বয়, বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ বিভাগে একটি বিশেষায়িত "ডেল্টা উইং" গঠনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উল্লেখ রয়েছে। ডেল্টা উইং গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডেল্টা উইং এ ৩ টি অধিশাখা ও ৬ টি শাখা সহ মোট ৪৫ জন জনবল কাঠামো সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৬.১ ডেল্টা নলেজ হাব/পোর্টাল/তথ্য ভান্ডার স্থাপন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর আওতায় বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়নের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তথ্য ভান্ডারের জন্য সার্ভার ক্রয় এবং ডেল্টা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি আপলোড করা হয়েছে। ডেল্টা নলেজ হাব/পোর্টাল/তথ্য ভান্ডারের লিংকটি হচ্ছে- https://bdp2100kp.gov.bd। ডেল্টা নলেজ হাব/পোর্টাল/তথ্য ভান্ডার এর 'মোবাইল অ্যাপ' (Delta Plan 2100) সংস্করণও চালু রয়েছে।

৩.৬.২ Jamuna River Economic Corridor Development Project (Cross Cutting Project) বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট Jamuna River Economic Corridor Development Project শীর্ষক প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বব্যাংক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক প্রকল্প হওয়ায় জিইডি কর্তৃক ইআরডিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ডিপিপি প্রণয়ন করেছে, যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৬.৩ Revitalization and Restoration of Chalan Beel, Bangladesh

চলনবিলের সমন্বিত (পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি, বনায়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, মৎস্য প্রভৃতি) উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস্ সরকারের আর্থিক সহায়তায় Revitalization and Restoration of Chalan Beel, Bangladesh শীর্ষক একটি সমীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সমীক্ষার Formulation Plan এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া Formulation Plan এর উপর সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর চূড়ান্ত মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য গত ২৬ মে ২০২২ তারিখে নেদারল্যান্ডস সরকারের সাথে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এর একটি MoU স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। । নেদারল্যান্ডস সরকার পরবর্তীতে চলন বিলের বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ইউরো অনুদান হিসেবে প্রদান করবে বলে প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছে।

৩.৬.৪ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুযায়ী ব্লু ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

(ক) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গত ১৪ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখে "Blue Economy: Prospect of Institutionalization The National Progress" বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ব্লু ইকোনমি বিষয়ে চলমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করা হয়। সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশিত করে শীঘ্রই একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে।

(খ) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে ব্লু ইকোনমির উপর সুর্নিদিষ্ট উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বর্তমানে ব্লু ইকোনমি বিষয়ে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন নেই। তবে ভবিষ্যতে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত অধিকতর সমীক্ষা পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.৬.৫ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনার অগ্রগতি

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে মোট ১৫৩৪ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী ও এর কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩৭১ টি প্রকল্প রয়েছে।
- এই ৩৭১ টি প্রকল্পের মধ্যে ৭৪ টি প্রকল্প সরাসরি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার ২৭ টি বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট। বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহ মূলত কর্মসূচি ভিত্তিক, যা এক/একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে।
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩৭১ টি প্রকল্পের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৪৮২১.৬২ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ১.১৩% এবং এডিপি বরাদ্দের ১৪.৭০%।

৩.৬.৬ ডেল্টা ফান্ড গঠন

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য 'বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড-এর জন্য একটি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করেন। সরকারের বিদ্যমান প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড হিসেবে পৃথক একটি ফান্ড গঠন এবং পৃথক একাউন্টিং পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে এ ফান্ডের জন্য উক্ত পলিসি ব্রিফে এডিপি'র আওতায় প্রদত্ত প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ এবং ব্যয় নির্বাহের চলমান পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৭ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্দেশনা ও নেতৃত্বে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে জিইডি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা ৪টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যাচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে।

চিত্র: "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১১-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনার ও প্রশিক্ষণ

৩.৭.১ "Second National Conference on SDGs Implementation Review" শীর্ষক সম্মেলন আয়োজন

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত '২০৩০ এজেন্ডা' তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদের বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ইতোমধ্যে বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি'র স্থানীয়করণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসডিজি মূলত: একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা এবং এর বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। যথাযথভাবে এটি অর্জনের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও কার্যকর ভূমিকা রাখে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিওসমূহ এসডিজি বাস্তবায়ন করছে, সেহেতু এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারী খাত, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিওসমূহের আরো সমন্বিত ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি তথা এসডিজি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ২০১৮ সালে প্রথম জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৬-১৮ মে ২০২২ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ০৩ দিনব্যাপি আয়োজিত এ সম্মেলনে ০৯টি প্যারালাল ও ০১টি প্ল্যানারী সেশনে ৪৩টি লীড মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সম্মানিত সচিববৃন্দ, এনজিও, সিএসও, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "Second National Conference on SDGs Implementation Review" শীর্ষক সম্মেলণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণার মুহূর্ত

৩.৭.২ "Revised Mapping of Ministries/ Divisions and Custodian/Partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh" প্রণয়ন ও প্রকাশ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৬ সালে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্ম-বন্টন সংক্রান্ত পথ-নকশার দলিল (Mapping of Ministries by Targets in the Implementation of SDGs) প্রণয়ন করেছিলো। কিন্তু ইতোমধ্যে এসডিজি'র বেশকিছু সূচক পরিবর্তন হওয়ায়, তিনটি মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র) ছয়টি বিভাগে বিভক্ত হওয়ায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের 'সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়' নির্ধারণ করায় পূর্বোক্ত দলিলটি হালনাগাদ করে "Revised Mapping of Ministries/ Divisions and Custodian/Partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh" শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত দলিলের প্রতিটি সূচকের বিপরীতে Custodian Agency (International Agencies who can provide us expertise for around the globe in debunking metadata & generation of new data) কেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৬-১৮ মে ২০২২ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "Revised Mapping of Ministries/ Divisions and Custodian/Partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh" পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন মুহূর্ত

৩.৭.৩ "Synthesis Report on 2nd National Conference on SDGs Implementation Review 2022" প্রণয়ন ও প্রকাশ

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৬-১৮ মে ২০২২ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ০৩ দিনব্যাপি আয়োজিত এ সম্মেলনে ০৯টি প্যারালাল ও ০১টি প্ল্যানারী সেশনে ৪৩টি লীড মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সম্মানিত সচিববৃন্দ, এনজিও, সিএসও, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। উক্ত সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহ এবং এ সকল প্রতিবেদনের ওপর প্রাপ্ত মতামতসমূহ প্রতিফলনপূর্বক "Synthesis Report on 2nd National Conference on SDGs Implementation Review 2022" শীর্ষক একটি দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

৩.৭.৪ "A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan" দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫) দলিলে বিধৃত খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পৃথক করে "A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত হ্যান্ডবুক এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিমানগত ও গুণগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত " অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন" শীর্ষক সিরিজ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহায়িকা হিসেবে উক্ত হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি ব্যাচে মোট ২০০ জন কর্মকর্তাকে আলোচ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র:" অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

৩.৭.৫ Bangladesh Moving Ahead with the Sustainable Development Goals (Prepared for Bangladesh Delegation to 76th UNGA session 2021) প্রণয়ন ও প্রকাশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য "Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 76th UNGA session 2021)" প্রণয়ন ও প্রকাশ: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য "Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 76th UNGA session 2021)" পুস্তকটি প্রণিত হয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তাকারে এই পুস্তিকাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

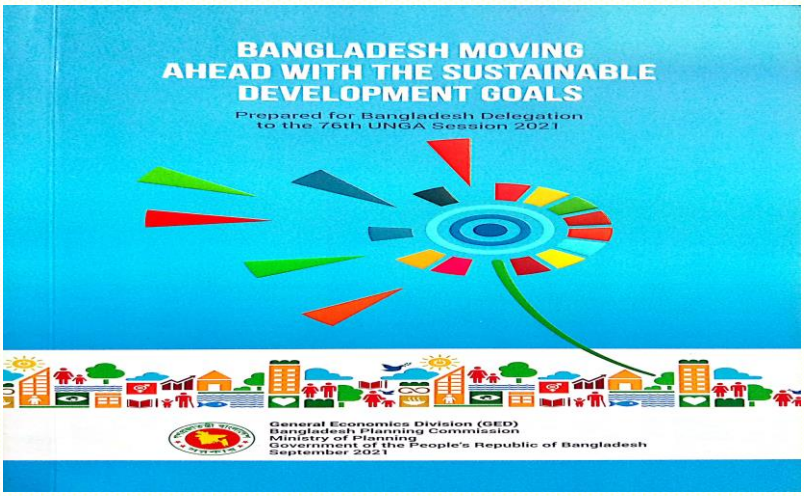

৩.৭.৬ "Training Needs and Capacity Assessment of Bangladesh Planning Commission" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সেক্টর/বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত সমীক্ষার প্রেক্ষিতে "Training Needs and Capacity Assessment of Bangladesh Planning Commission" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত সরকারের শাখা পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১০৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মাস্টার্স ৫ জন, বৈদেশিক পিএইচডি ১ জন ও অভ্যন্তরীণ পিএইচডি ১ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: "উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পরে আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার

৩.৭.৭ 'Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies (Ist Revised)' শীর্ষক প্রকল্প

ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies (Ist Revised)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল - সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের সম্পৃক্ত করে জনসংখ্যা ও জেন্ডারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিতে অন্তর্ভূক্তকরণ। প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৮টি Knowledge Sharing ওয়ার্কশপ, ৫টি SDG সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ, ১০টি পলিসি পেপার, ১০টি পলিসি ডায়ালগ, ৯টি Population Expert Group/Committee meeting সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পলিসি পেপার, পলিসি ডায়ালগ এবং ওয়ার্কশপ সমূহের প্রতিবেদন নিয়ে মোট ৭ টি মনোগ্রাফ মূদ্রণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২টি Knowledge Sharing ওয়ার্কশপ, ২টি SDG সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ, ২টি পলিসি পেপার, ২টি পলিসি ডায়ালগ, ২টি Population Expert Group/Committee meeting এবং ২ টি মনোগ্রাফ মূদ্রণ করা হয়েছে।

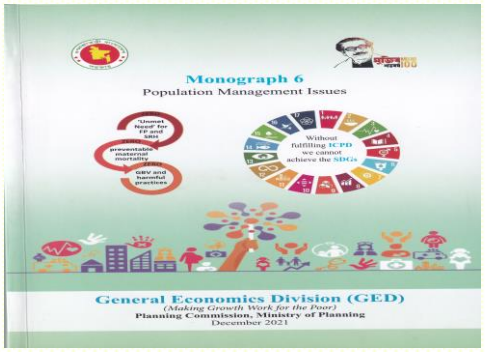

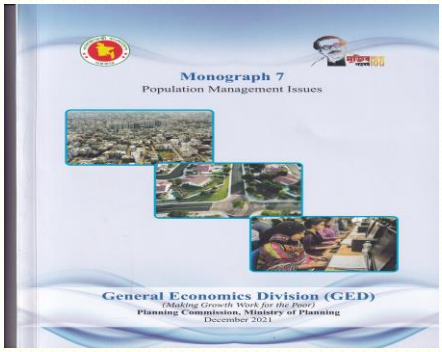

৩.৮ জিইডি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/ পুস্তিকা/ দলিলসমূহ

০১ Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 76th UNGA session 2021);

০২ Integrating Climate Change Adaptation into Development Planning of Bangladesh Training Manual;

০৩ Revised Mapping of Ministries/Divisions and Custodian/partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh;

০৪ Training Handbook Implementation of the 8th Five Year Plan;

০৫ Synthesis Report on 2nd National Conference on SDGs Implementation Review 2022;

০৬ Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022;

০৭ Training Needs and Capacity Assessment of Bangladesh Planning Commission; এবং

০৮ Extreme Poverty: The Challenges of Inclusion in Bangladesh.

৩.৯ জিইডি কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থ বছরে জিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ হতে কতিপয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ৫টি ব্যাচে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়ে মোট ২০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) Appraising Bangladesh Delta Plan-2100, Adaptive Delta Management (ADM), Meta Model, Advanced Adaptive Delta Management (ADM) for BDP 2100 Implementation বিষয়ে মোট ৫৩৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(গ) "উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পরে আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১০৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩.১০ ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

(১) ১২/১২/২০২১ তারিখে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ অংশগ্রহণ করে। উক্ত উন্নয়ন মেলায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বিগত ১০ বছরে মোট ১০৪টি পুস্তক প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে SDG সংক্রান্ত ২৫টি প্রকাশনা রয়েছে। মেলাতে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে

- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র
- Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh.

চিত্র: মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ অংশগ্রহণ

(২) একাদশ জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য প্রশ্নের জবাব প্রেরণ;

(৩) "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২২-২৩"অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন;

(৪) "উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তাগণকে বৈদেশিক মাস্টার্স ডিগ্রিতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;

(৫) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জিইডি'র তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(৭) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ এর বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণে অর্ন্তভূক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ;

(৮) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' অন্তভুক্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে পত্র প্রেরণ;

(৯) ২৩/১১/২০২১ তারিখে Blended Finance to Support Green Development in Bangladesh শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা আয়োজন;

(১০) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক UNFPA-এর অর্থায়নে "Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4 Development) Project 2022-23" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) "Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies (1st Revised)" প্রকল্পের আওতায় গত ৩/১১/২০২১ তারিখে Understanding of ICPD, ICPD25 + (Nairobi Summit) and corresponding 16 and 5.6.2 and their Estimation Process in Bangladesh বিষয়ে দুটি কর্মশালা এবং গত ১৭/১১/২০২১ তারিখে "Urban Sustainability through Good Population Density Approach" বিষয়ে পলিসি ডায়ালগ আয়োজন;

(১২) ০২/০৯/২০২১ তারিখে "Social Protection for the Children and Changes in Demographics" এবং "Children-on-the-Move: A Rapid Assessment of the Current Situation and Polity Issues" বিষয়ে পরামর্শ সভা (Consultation Meeting) আয়োজন; এবং

৩.১১ জিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জিইডি'র আওতাধীন প্রকল্পসমূহের (মোট ৪টি প্রকল্প) ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)'তে মোট ১৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে মোট ১৩৩১.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৭৪.১১%।

কার্যক্রম বিভাগ

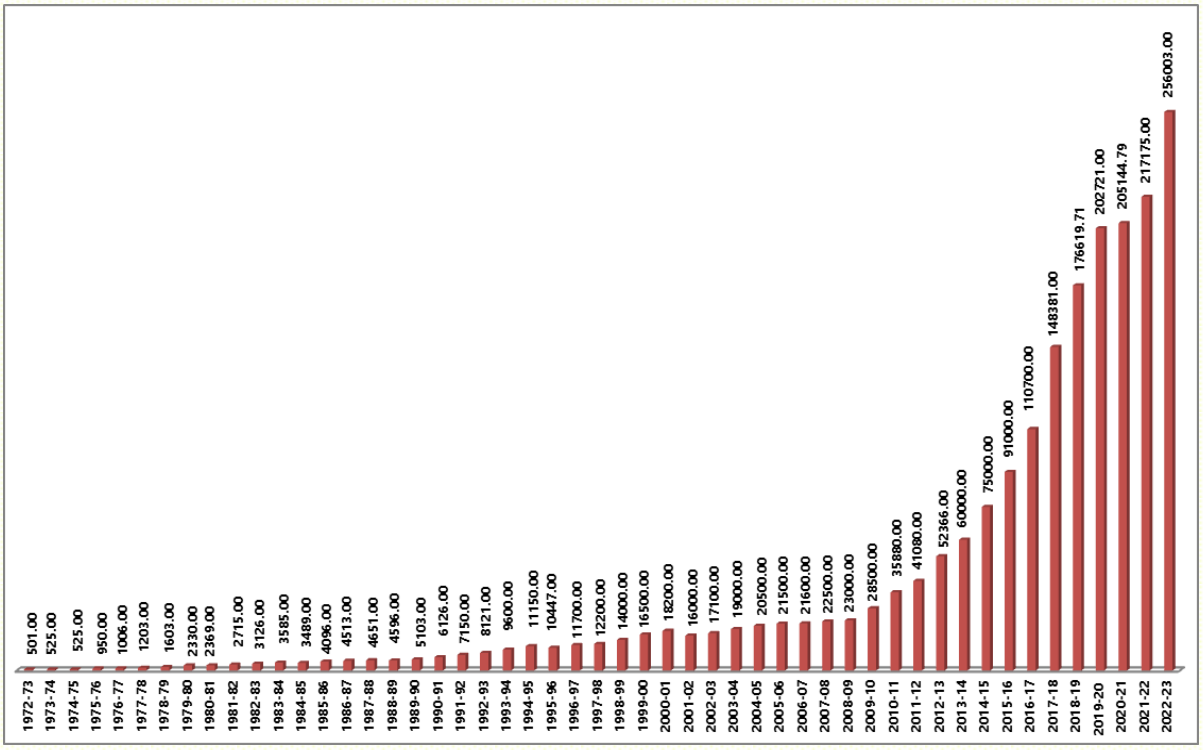
1972-73 501.00
1973-74 525.00
1974-75 525.00
1975-76 950.00
1976-77 1006.00
1977-78 1203.00
1978-79 1603.00
1979-80 2330.00
1980-81 2369.00
1981-82 2715.00
1982-83 3126.00
1983-84 3585.00
1984-85 3489.00
1985-86 4096.00
1986-87 4513.00
1987-88 4651.00
1988-89 4596.00
1989-90 5103.00
1990-91 6126.00
1991-92 7150.00
1992-93 8121.00
1993-94 9600.00
1994-95 11150.00
1995-96 10447.00
1996-97 11700.00
1997-98 12200.00
1998-99 14000.00
1999-00 16500.00
2000-01 18200.00
2001-02 16000.00
2002-03 17100.00
2003-04 19000.00
2004-05 20500.00
2005-06 21500.00
2006-07 21600.00
2007-08 22500.00
2008-09 23000.00
2009-10 28500.00
2010-11 35880.00
2011-12 41080.00
2012-13 52366.00
2013-14 60000.00
2014-15 75000.00
2015-16 91000.00
2016-17 110700.00
2017-18 148381.00
2018-19 176619.71
2019-20 202721.00
2020-21 205144.79
2021-22 217175.00
2022-23 256003.00

৪.০ কার্যক্রম বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় অনুবিভাগ; ভৌত অনুবিভাগ; আর্থ-সামাজিক অনুবিভাগ, পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিআইএম) রিফর্ম অনুবিভাগসহ মোট চারটি অনুবিভাগ বিদ্যমান।

৪.১ কার্যক্রম বিভাগের কার্যপরিধি

ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ এবং খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন;
খ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
গ. বার্ষিক কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
ঘ. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকরণের বিষয় বিশ্লেষণ এবং পরামর্শ প্রদান;
ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
চ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ;
ছ. বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য সাহায্য উপযোগী প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ;
জ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ, সংশোধন এবং অর্থবরাদ্দ ও পুনঃ অর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়, আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় সাধন;
ঝ. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা/নির্দেশিকা/কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
ঞ. স্থানীয় সরকার উন্নয়নের জন্য গাইড লাইনস প্রস্তুতকরণ।

৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় উত্তরণে সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা কৌশল গ্রহণ করেছে যেমনঃ জাতিসংঘে ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ও সেক্টরাল নীতিমালা। গৃহীত এ সকল উন্নয়ন জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের লভ্যতা, বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতা, জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সেক্টরাল অগ্রাধিকার এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা গুরুত্বারোপ করে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের সময়কালে বিগত ১০ (দশ) অর্থবছরসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		
		মোট	জিওবি	বৈদেশিক উৎস
২০১২-২০১৩	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০
২০১৩-২০১৪	১২৫৪	৬৩৭০৫	৪২৫০৫	২১২০০
২০১৪-২০১৫	১৩৫১	৭৭৮৪২	৫২৯৪২	২৪৯০০
২০১৫-২০১৬	১৪৫৮	৯৩৮৯৫	৬৪৭৩৫	২৯১৬০
২০১৬-২০১৭	১৫৮১	১১৯২৯৬	৮৩৪৯৯	৩৫৭৯৭
২০১৭-২০১৮	১৫১১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০
২০১৮-২০১৯	১৯১৬	১৭৬৬২০	১২৪৯৬০	৫১৬৬০
২০১৯-২০২০	১৮৫১	২০১১৯৯	১৩৫৩৩৪	৬৫৮৬৫
২০২০-২০২১	১৮৮৬	২০৯২৭২	১৪২৩৯৭	৬৬৮৭৫
২০২১-২০২২	১৭৭১	২১৭১৭৫	১৪৩৬৩৭	৭৩৫৩৮
২০২২-২৩(এডিপি বরাদ্দ)	১৪৪১	২৫৬০০৩	১৬০১৭০	৯৫৮৩৩

উল্লেখিত ছক হতে দেখা যায়, বর্তমান সরকারের সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৫৭১২০.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ২৫৬০০৩ কোটি টাকা যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরের আরএডিপির তুলনায় প্রায় ৪.৪৮ গুণ বেশি।

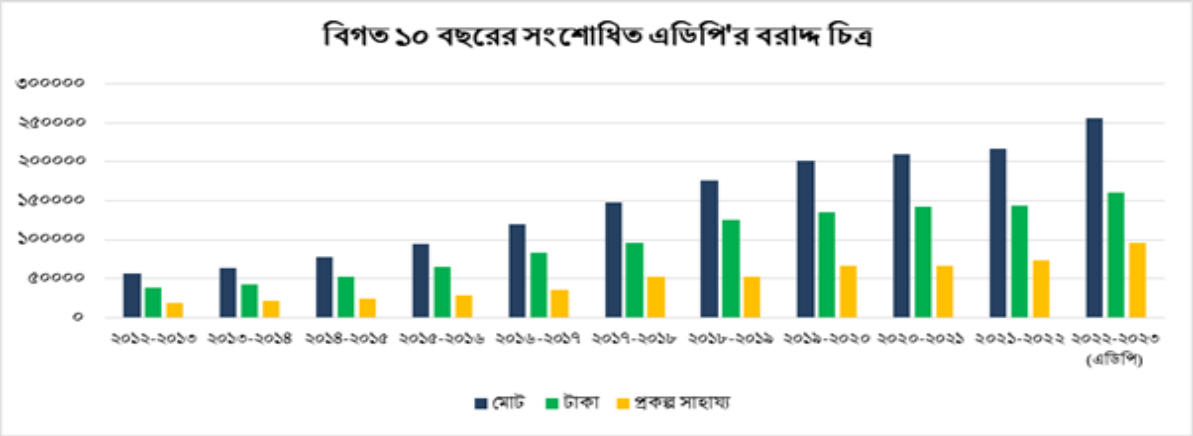

লেখচিত্র-৩.১ ১০ বছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ

এডিপি প্রণয়নে দেশের সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

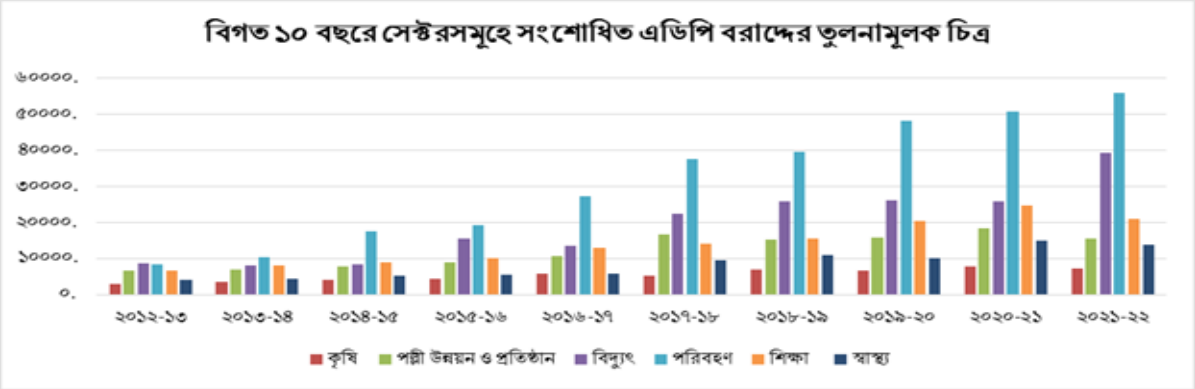

লেখচিত্র-৩.২ ১০ বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

ক্র.নং	সেক্টর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	কৃষি	২৯০৫.৭৬	৩৫১১.৭৬	৪১৫৭.৭১	৪৪১০.০৫	৫৭৪১.৬০	৫২৮৩.৫২	৬৯১৮.২৪	৬৬২৩.৫৩	৭৭৩৪.২৯	৭২৭৯.৪৮
২.	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৬৭১২.৪৭	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৯০৪৬.১৩	১০৭৬১.৪৩	১৬৭২২.০০	১৫১৫৪.২৫	১৫৭৭৭.৯১	১৮৩১১.৭২	১৫৫২০.২৯
৩.	বিদ্যুৎ	৮৫৬৯.০৪	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	১৫৪৭৮.২১	১৩৪৪৭.৫৭	২২৩৪০.৩২	২৫৮১৯.১৭	২৬০৩২.৭৭	২৫৭৩৮.০৮	৩৯২১৪.০৯
৪.	পরিবহণ	৮৩০৬.৩২	১০২৯৫.১৩	১৭৩৬১.৯০	১৯২১২.১৩	২৭৩৬০.২৩	৩৭৫১৩.২২	৩৯৫৩১.১৭	৪৮১৯৪.৯০	৫০৮০৪.৫৪	৫৫৮২৭.৩৬
৫.	শিক্ষা	৬৬১০.৭২	৭৯৯৪.৭৪	৯০২৬.৬৫	১০১০১.৭৪	১২৮৪৫.৯৭	১৪১৮৬.৫৬	১৫৫১০.৮৪	২০৪৪৩.৬৫	২৪৫৮৫.০৮	২০৮২৪.৪৬
৬.	স্বাস্থ্য	৪০২৭.৩১	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫৫৫৬.৪৭	৫৬৫৫.৩৩	৯৬০৭.৫১	১০৯০২.০৭	১০১০৮.৪৯	১৪৯২১.৯০	১৩৭৯৭.২৬

সারণি-৩.৩ ১০ বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

সারণি হতে দেখা যায়, বিদ্যুৎ খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ বরাদ্দ ছিল ৮৫৬৯.০৪ কোটি টাকা, যা ক্রমানুপাতিক হারে ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯২১৪.০৯ কোটি টাকা, যা প্রায় ৪.৫৮ গুণ। অন্যদিকে পরিবহণ খাতেও একইভাবে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণ খাতে ২০১২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৩০৬.৩২ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৮২৭.৩৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৬.৭২ গুণ।

৪.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ

দেশের আর্থ-সামাজিক ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকার, পরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সংগতি স্থাপনের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা ADP/RADP Management System (AMS) এ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর সংস্থা অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ওয়েববেইজ ডাটাবেজ স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাবসমূহ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে ১৯৯৪ সালে Foxpro base স্থাপিত একটি সিস্টেম এবং তা পরবর্তীতে ২০০৪ সালে SQL Server এ আপডেট করা হয়। এ সিস্টেমের আওতায় ম্যানুয়ালি ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিপি এবং আরএডিপির ডাটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা জন্য ADP/RADP Management System (AMS) নামে ওয়েববেইজ সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২/০৩/২০২২ তারিখে এনইসি সভায় এই সফট্ওয়্যার উদ্বোধন করেন।

৪.৫ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত পরিবর্তন এবং শক্তিশালী করার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি প্রকল্প চলমান রয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল
১	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS), (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)।
২	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM), (এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০২৩)
৩	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (প্রোগ্রামিং ডিভিশন), (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)
৪	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) প্রকল্প, (জুলাই ২০১৫-এপ্রিল ২০২২)

৪.৬ স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বরাদ্দকৃত অর্থের সময়মত যথার্থ ব্যবহারের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল যেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি পাইলট সেক্টরের (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী) জন্য Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-Year Public Investment Program (MYPIP) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৭ কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM), (এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০২৩)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটালভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তার লক্ষ্যে "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ADP/RADP Management System (AMS) শিরোনামে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং একটি নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও এএমএস পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি হতে সম্পূর্ণ কার্যক্রম এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নতুন আঙ্গিকে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি হতে পুন:বরাদ্দ ও পুন:উপযোজনের কাজ সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এডিপি/আরএডিপি সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য ibas++ হতে তথ্য ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সরাসরি আদান প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি এমওইউ (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তথ্য আদান প্রদানের কার্যাদি চলমান আছে।

৪.৮ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)-প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)

দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ সংঘঠিত হওয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ বিষয়ক তথ্য জানা এবং দুর্যোগের প্রবণতা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি নিরসনের কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)- প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্পের আওতায় Disaster Impact Assessment (DIA) tools and framework প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার Digital Risk Information Platform (DRIP) চালু করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত ০২/০২/২০২২ তারিখে এই সফট্ওয়্যার উদ্বোধন করেন। এ বিশেষায়িত DRIP সফটওয়ার ব্যবহার করে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সার্ভারে এটি আপলোড করা হয়েছে (http//www.drip.plancomm.gov.bd)। এছাড়া 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' পরিপত্রে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) ফরমেটে Disaster Impact Assessment ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এনআরপি এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার DIA এবং DRIP বিষয়ে প্রায় তিন শতাধিক সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একইসাথে, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে দুর্যোগ সহনশীল (resilient) করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় "Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)"-এর ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ রক্ষার উদ্দেশ্যে "Business Continuity Plan (BCP)" প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৯ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ), (জুলাই ২০১৫-এপ্রিল ২০২২)

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) প্রকল্পটির মাধ্যমে শহর এলাকায় বৃহদাকারের দুর্যোগ/ভূমিকম্পসহ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও আপদকালীন উদ্ধার কার্যক্রম সফল ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ/কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও সিলেট শহরের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন, অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন অবকাঠামো তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরী ICT যোগাযোগ, ইমার্জেন্সী সেন্টার তৈরী ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত করা হয়েছে। পিসিএমইউ প্রকল্পটি আরবান রেজিলিয়েন্স (ইউআরপি) এর একটি উপপ্রকল্প। অন্য তিনটি উপপ্রকল্প হলো URP:DNCC, URP:RAJUK, URP:DDM। প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকরী প্রক্রিয়ায় তা বাস্তবায়ন করা এ প্রকল্পের প্রধান কাজ।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৫.০ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

বৈশ্বিক করোনা মহামারি ও অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০৪১" এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) অর্জনে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (Socio-Economic Infrastructure Division) কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের আওতায় প্রণীত আইন ও বিধি, সেক্টর পরিকল্পনাসহ কর্মকৌশল (Strategic Plan) এর মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ সরকারের সময়কালে রূপকল্প ২০২১, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি), ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এবং বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, ধর্ম,সংস্কৃতি ও বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, সাধারণ সরকারি সেবা ইত্যাদি খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৪% শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ-এর আওতায় (১) শিক্ষা (২) ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (৩) সামাজিক সুরক্ষা (৪) স্বাস্থ্য (৫) সাধারণ সরকারি সেবা এবং (৬) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি মোট ০৬টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত। এ সকল সেক্টরের মাধ্যমে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ,অনুমোদন ও বাস্তবায়নে এ বিভাগ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৫.১ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ভিশন

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৫.২ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের বিভাগের মিশন

জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৫.৩ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যপরিধি

ক. সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;

খ. বিভিন্ন উপ-খাতের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রদান;

গ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সারপত্র বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সারপত্র সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

ঘ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সারপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনলাভের উদ্দেশ্যে কার্যাবলি সম্পাদন;

ঙ. সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

চ. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

ছ. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন;

জ. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাভুক্ত সেক্টরসমূহের জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও একনেক এর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;

ঝ. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;

ঞ. বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি ও নেগোসিয়েশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ,

ট. প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন।

৫.৪ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৫.৪.১ সেক্টর: শিক্ষা

বাংলাদেশের মানবপুঁজি শক্তিশালী করতে শিক্ষা সেক্টরের আওতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)-এ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির জন্য শিক্ষা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে মানবপুঁজি উন্নয়নে এর সম্পদকে সম্পৃক্ত করছে। সরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সাথে মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষায় ভর্তি বাড়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। শ্রমশক্তির যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সঠিক দক্ষতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্যান্য দক্ষতা কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষা সেক্টরের জন্য ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এমটিবিএফ এর প্রক্ষেপন যথাক্রমে ২১,৯১০.০০ কোটি, ২৬,০৭০.০০ কোটি ও ৩২,৫৯০.০০ কোটি টাকা (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা-৬৪৬)।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে শিক্ষা সেক্টরে ১১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩১৭৭.৯৬ কোটি (জিওবি: ২১৩০৭.৭৬.০০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৮৭০.২০ কোটি) টাকা বরাদ্দসহ নতুন প্রকল্প গ্রহণে ৩০৯.৪৮ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করে। পরবর্তীতে ঐ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে শিক্ষা সেক্টরে ১২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ২০৮২২৪.৪৬ কোটি (জিওবি: ১৮১৫০.৪৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২৬৭৪.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। যেখানে ১২৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১১৭টি বিনিয়োগ ও ৮টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে।

৫.৪.২ শিক্ষা সেক্টরে প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, সমসুযোগ সৃষ্টি এবং সকল শিশুকে স্কুলগামী করার লক্ষ্যে প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪), (১ম সংশোধিত)" এবং মাধ্যমিক স্তরে "সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)" শীষক সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯৭% এর উপরে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু-শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়গমন নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরে সেসিপ কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের অপ্রতুলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০,০০০ বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের কর্মসূচি রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯,৯২৭টি বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (সেকায়েপ)- এর আওতায় সারা দেশে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ৯,৪৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সেসিপ এর মধ্যমে এক হাজার (গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান) শিক্ষক নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং 'Guidelines for Minimum Construction Standards' শীর্ষক পলিসি ডকুমেন্টস প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩২৯টি বেসরকারি মাধমিক বিদ্যালয় এবং ৩৪৩টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে।

৫.৪.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশের সংবিধান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণের অধিকার দিয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চলমান ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৮৭৯.৯৯ কোটি (জিওবি: ৬৬৪৭.৮৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৩২.১৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরএডিপিতে ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯২০৭.৩৪ কোটি (জিওবি: ৭০৮০.৪৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২১২৬.৮৫ কোটি) টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং এর উদ্ভূত মহামারি পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মহামারি পরবর্তী ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দূরশিক্ষণ/ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রাক-প্রাথমিক হতে দশম শ্রেণি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের জন্য মোট ১২৮.৪০৮০ কোটি (জিওবি ১.৮৭ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১২৬.৫৩৮০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৫.৪.৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন

সকলের জন্য সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতসহ আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে চলমান ৭৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৮৮৯.০১ কোটি (জিওবি: ১১৩২৮.৭৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬০.২৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	জিওবি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১০টি	১৫১৮.৭৩	১৫১৬.৯৬	১.৭৭
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৭টি	২৭৬৫.৮১	২৭৬৫.৮১	-
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরীকমিশন	৪৬টি	৩৫২৯.২৭	৩২৬৫.০৮	২৬৪.১৯
বাংলাদেশে স্কাউটস	৩টি	৪৩.২৮	৪৩.২৮	-
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	২টি	৪০২.৬৪	২০২.৬৪	২০০.০০
মোট	৭৮টি	৮২৫৯.৭৩	৭৭৯৩.৭৭	৪৬৫.৯৬

৫.৪.৫ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের উন্নয়ন

'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন', 'নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ', 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন', 'সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে। 'শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' এর মাধ্যমে ১,০৬৮টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪১০টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়া, 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়)', 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (বেসরকারী কলেজ সমূহের উন্নয়ন) (২য় সংশোধিত)' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেসিপ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে ১,৫২৮ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.৬ উচ্চ শিক্ষায় উন্নয়ন

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আমলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ২০১৮-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইসিটি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া, ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষার্থীদের আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে চাকুরি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় মোট ১০৯৪.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ইমপ্রুভিং কম্পিউটার এন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টারশিয়ারি এডুকেশন প্রজেক্ট (ICSETEP)" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন পর্যায়ে রয়েছে।

আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্য পূরণে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, দেশের দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া হাওড় অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নেত্রকোনা জেলায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণ চলমান রয়েছে। দেশের মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা হিসেবে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষিতের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টিসহ নারীদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বৃত্তি প্রদান, প্রশিক্ষণ, আঞ্চলিক যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিতে বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় মোট ৪২৩১.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন (HEAT)" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিষয়ে মানব সম্পদ তৈরিতে লালমনিরহাট জেলায় "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় (BSMRAAU)" স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ৯.৯৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

চিত্র: চলমান "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চিত্র-১: ১২৮৪ সিট সুবিধা সম্পন্ন ১০ তলা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এবং চিত্র-২: ১১৭৫ সিট সুবিধা সম্পন্ন ১০ তলা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল

৫.৪.৭ কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার উন্নয়ন

কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মধ্যেমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ অসচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকরীর বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে চলমান ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২১৮৫.৮৭ কোটি (জিওবি: ২১৪০.৮৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১৫টি প্রকল্পে মোট ২৩৭২.৬১ কোটি (জিওবি: ২২৯৪.৬১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে "২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন", "কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি", "স্কিল ২১ এমপাওয়ারিং সিটিজেনস ফর ইনক্লুসিভ এন্ড সাসটেইনএবল গ্রোথ" প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১৬.০৫ শতাংশ হতে ২০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি একটি করে কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তিসহ এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স চালুসহ ৪টি ট্রেড ও ৪টি প্যারাট্রেড কোর্স চালুকরণে সারা দেশের "উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন (২য় পর্যায়)" এবং "১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ৪টি বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। মহিলা এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশী যুবক ও তরুণ কর্মীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরির লক্ষ্যে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমসমাজ সৃষ্টির নিমিত্ত মোট ৪২৯৯.৯৯ কোটি (জিওবি ১৭১৯.৯৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫৮০.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

চিত্র: চলমান "১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় নির্মিত
চিত্র-১: আক্কেলপুর টিএসসি ক্যাম্পাস, জয়পুরহাট এবং চিত্র-২: মুজিবনগর টিএসসি ক্যাম্পাস, মেহেরপুর

SDG ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে সমন্বিত TVET Action Plan তৈরিসহ যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণে "শিল্প কারখানার উপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে দেশে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত সার্ভেয়ার তৈরি করার নিমিত্ত "বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে এ সাব-সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো ১২টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

৫.৪.৮ টেক্সটাইল সেক্টর ভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ৫ (পাঁচ) টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মাদারীপুর, সিলেট এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নোয়াখালীসহ গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট,ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং সিলেটে নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৪টি প্রকল্পে মোট ২৩৮.১৩ কোটি টাকার সংশোধিত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৪.৯ শিক্ষার উন্নয়নে সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২২টি মাদ্রাসার প্রত্যেকটিতে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ফিডিং প্রোগ্রাম, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় পর্যায়ে কারিগরি মাদ্রাসা স্থাপন ও মাদ্রাসাসমূহে নতুন শিক্ষা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৮০০টি মাদ্রাসায় অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা হতে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির নিমিত্তে "মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে "মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)", "দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালন", "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযক্রম (৫ম পর্যায়)" ও "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া, দেশে সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সারাদেশের ১৮১২টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের লক্ষ্যেও সম্প্রতি "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশের মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা, নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার কাম শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা এবং সারাদেশে ৭৬৬৭০ জন আলেম-উলামা ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার নারী পুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)" প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী ধারণা তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে "ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অথবছরের আরএডিপিতে ২টি প্রকল্পে মোট ৫৫১.৫০ কোটি টাকার সংশোধিত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৪.১০ শিক্ষা সেক্টরের অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজসহ তাদের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ বাজার চাহিদা ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরর এডিপিতে মোট ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ৩টি প্রকল্পে মোট ১৯১.৯৬ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৫ সেক্টর : ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন

বিনোদনের পাশাপাশি পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশ এবং সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সেক্টরের আওতায় পাঁচটি সাবসেক্টর রয়েছে, যথা: ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, গণ যোগাযোগ ও ধর্ম বিষয়ক সাবসেক্টর।

৫.৫.১ সাব-সেক্টর : গণ যোগাযোগ

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে গণ যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সেক্টরভুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি, গণ যোগাযোগ অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্ধিত হারে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গণ যোগাযোগ সেক্টরের আওতাধীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৩৩.৫৯ কোটি (জিওবি ২২৩.৫৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৫.২ সাব-সেক্টর : ধর্ম বিষয়ক

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারাদেশের ১৮১২টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের লক্ষ্যে সম্প্রতি সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৬৭০.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৫.৩ সাব-সেক্টর : যুব ও ক্রীড়া

প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খেলার মানোন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়া সুবিধাদি পৌছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও ক্রীড়ার ভৌত অবকাঠামোর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪৫৯.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৫.৪ সাব-সেক্টর : সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এ সেক্টরের আওতাধীন। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে বর্তমান সরকার এ খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২১০.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৬ সেক্টর: সামাজিক সুরক্ষা

৫.৬.১ সাব-সেক্টর : মহিলা ও শিশু বিষয়ক

এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরত সামাজিক উন্নয়কে ত্বরান্বিত করা এসব বিনিয়োগ ও কারিগরি প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সাব-সেক্টর ২০২১-২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৭৫০.৩৮ কোটি (জিওবি ৬৫২.৭১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৭.৬৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৬.২ সাব-সেক্টর : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতিটি জেলা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, গৃহহীন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহনির্মাণ ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনী সদস্যদের স্মরণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে ৬৯৭.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৬.৩ সাব-সেক্টর : সমাজকল্যাণ

সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানব-সম্পদ উন্নয়ন, গরিব অসহায় ও দুস্থ জনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আণয়ন করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অংশ, বেকার, ভূমিহীন, অনাথ, দু:স্থ, ভবঘুরে, নিরাশ্রয়, বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র, অসহায়, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু কল্যাণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক ও নিবিড় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সাব-সেক্টরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান। এ সাব-সেক্টর ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩২টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৩৪২.৩১ কোটি (জিওবি ২৮১.৩৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬০.৯৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.৭ সেক্টর : স্বাস্থ্য

২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি, যার অন্যতম নিয়ামক মানসম্মত জনস্বাস্থ্য। একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো 'সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা'। এটি অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-সব ধরণের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা ও স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন জোরদার করা, স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ পেশাদার জনবল বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং স্বাস্থ্য পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক ও দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠির সহায়তা/ অনুদান/ঋণে বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি)'র আওতায় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যান চলমান রয়েছে। এ অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৪র্থ (৪র্থ এইচপিএনএসপি-এর মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২২ হতে ১ বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩ নির্ধারণপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপি'তে স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ৬৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ সর্বমোট ৭৪টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩৭৯৭.২৬ কোটি (জিওবি ৮০৩৬.৫৩ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫৭৬০.৭৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনেক সভায় ৮টি ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩টি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪টি সহ সর্বমোট ১৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৫.৮ সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের অগ্রগতিকে সম্পৃক্ত করে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরাই সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন বিশেষত: অনলাইন ভ্যাট আদায় ও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সুযোগ তৈরি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, বীমাখাতের উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর অধিকতর সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারের প্রশাসনিক সেবা যথাসময়ে ও দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়াই এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৬৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৪৭.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ক্যাবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের 'বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন' ও 'ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- ৩ (২য় পর্যায়)' অর্থ বিভাগের 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)' নির্বাচন কমিশনের আওতায় 'নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার" এবং 'Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)', অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ (ভ্যাট অনলাইন)', শীর্ষক প্রকল্প।

উল্লিখিত প্রকল্পগুলো ছাড়াও এ সেক্টরের আওতায় সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ' স্ট্রেংথেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক 'সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন' প্রকল্প ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন' সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)', 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন অ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'বিপিএটিসি এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' ও 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' স্থানীয় সরকার বিভাগের 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' দুদক-এর 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ', বিপিএসসি-এর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের '৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ এ সেক্টরের অন্যতম কয়েকটি প্রকল্প। সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.৯ সেক্টর : বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদান, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি তথ্য ভান্ডার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন, ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ই-মেইল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সহযোগী প্রকল্প হিসেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা, প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন, ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ, নবজাতকের জন্মগত হাইপো থাইরয়েডিজমজনিত প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, খুলনা স্থাপন, হাইড্রোজেন গবেষণাগার স্থাপন, বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন, কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম স্থাপন, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প, বিসিএসআইআর এর ভ্রাম্যমান গবেষণাগার স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এসকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিজ্ঞান ও আইসিটি সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরে ৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৫.১০ উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহের ফলাফল

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসহ উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস তথা জনগণের জীবন মানের উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৬.০ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৬.১ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ এই ৩টি সেক্টরের আওতায় ১১টি সাবসেক্টর যথা-ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ, ভূমি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এই সাব-সেক্টরসমূহের প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় ১১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬.২ সেক্টর : কৃষি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিদ্যমান ১৫টি সেক্টরের মধ্যে কৃষি সেক্টরের আওতায় ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও ভূমিসহ মোট ৭টি সাব-সেক্টর রয়েছে। কৃষি সেক্টর বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়াবলীর ওপর কৃষি সেক্টরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬.২.১ সাব-সেক্টর : ফসল

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত এবং প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং এর দ্রুত সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান, বিনামূল্যে ও ভর্তুকি মূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কৃষকের মাঝে সরবরাহ এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ছাড়াও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কার্যক্রম কৃষি সেক্টর গ্রহণ করে থাকে। উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন কার্যক্রম ফসল সাব-সেক্টর করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ফসল অনুবিভাগের আওতায় মোট ৫৭টি (বিনিয়োগ ৫৫টি ও কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প চলমান ছিল। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ৪১টি প্রকল্প ছিল এর মধ্যে ১৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- ডাল ফসলের ৩টি উচ্চ ফলনশীল (প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু, স্বল্পমেয়াদী) জাত এবং ১৫টি লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- দেশ-বিদেশ থেকে ডাল ফসলের ৭৫০ জার্ম প্লাজম সংগ্রহ;
- ডাল ফসলের প্রায় ১৫০ মেট্রিক টন (প্রজনন-২৫ ও মানসম্মত-১২৫) বীজ উৎপাদন;
- আলুর ২০ লক্ষ ও উদ্যান জাতীয় ফসলের ৫০ হাজার প্লান্টলেট উৎপাদন;
- দানাশস্য ও বীজ আলুর ভাইরাসসহ অন্যান্য ধ্বংসাত্বক রোগব্যাধী শনাক্তকরণ কার্যক্রম চালু করা;
- বীজ উৎপাদনে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে ৫,৩১০ জন কৃষক, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদক এবং ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ;
- কৃষি বাতায়নে ১.৬২ কোটি কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ;
- ১.০৯ কোটি কৃষকের জন্য স্মার্ট কৃষি কার্ড তৈরি ও বিতরণ;
- ১.২০ কোটি কৃষকের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নাগরিকত্বের তথ্য যাচাইকরণ;
- ৩১টি মডিউলে স্মার্ট কৃষি কার্ড ডাটাবেজ ক্লাস্টার, কৃষক সেবা ও রিপোর্টিং সফট্ওয়্যার ও অ্যাপস প্রস্তুতকরণ; এবং
- ডিজিটাল কৃষি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টিওটি প্রশিক্ষণ, অফিসার প্রশিক্ষণ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৯০০ জন আইসিটি চ্যাম্পিয়ন কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ, ১৪টি কৃষি উদ্ভাবন শোকেসিং।

৬.২.২ সাব-সেক্টর : খাদ্য

খাদ্য উপ-খাতের অধীন খাদ্য মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণির নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৮টি (বিনিয়োগ ৬টি ও কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ২টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে মোট ৩টি (বিনিয়োগ ২টি ও কারিগরি ১টি) প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৬.২.৩ সাব-সেক্টর : বন

বন সাব-সেক্টরের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জবলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এসব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী সৃজন, কার্বন মজুদ বৃদ্ধি, নতুন চর জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবাসস্থল এবং প্রজনন সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বন সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ২৫টি (বিনিয়োগ ২৪টি এবং কারিগরি ১টি) চলমান প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া এ সাব-সেক্টরের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৯টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬.২.৪ সাব-সেক্টর : মৎস্য

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সম্ভাবনাময় এ সেক্টর প্রাণিজ আমিষের (প্রায় ৬০%) অন্যতম উৎস। দেশের মোট কৃষিজ আয়ে এ খাতের অবদান ২৫.৩০%। আর মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য উপ-খাতের অবদান প্রায় ৩.৫৭% । দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১% এ সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে প্রায় ৫.৪২ শতাংশ। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনেও মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলি

- মৎস্য সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ;
- বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির প্রজনন এবং চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করা;
- মৎস্য সংক্রান্ত নীতি, আইন ইত্যাদি প্রণয়নে প্রশাসনিক মন্ত্রণালযয়কে সহাযয়তা করা;
- রপ্তানিযোগ্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের জন্য মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা;
- সঠিক পরিকল্পনার জন্য মৎস্য সম্পদের তথ্যভান্ডার তৈরির জন্য মৎস্য সম্পদ জরিপ এবং স্টক মূল্যায়ন পরিচালনা করা;
- মাছ ও চিংড়ি চাষি, জেলে ও মাছ ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করা;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- ই-এক্সটেনশন পরিষেবার মাধ্যমে উন্নত জলজ চাষ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

- প্রকল্পের আওতায় মূল অবকাঠামো যেমন- সামুদ্রিক পানির জলাধার নির্মাণ, সামুদ্রিক মৎস্য চাষের হ্যাচারী নির্মাণ, কর্মকর্তাদের জন্য একটি ৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৮ একর জমিতে অবস্থিত ইনস্টিটিউটের চারিদিকে গ্রিল ফেন্সিংসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ড্রেইনেজ নির্মাণ, ১৮টি মৎস্য নার্সারী পুকুরের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, প্রধান গেট ও গার্ডশেড নির্মাণ এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি কাজ ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, একটি ৭ তলা বিশিষ্ট গবেষণাগার কাম প্রশাসনিক ভবনের প্রায় ৭৬% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কিত ১৩টি বিষয়ের উপর ১৫টি গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে।

৬.২.৫ সাব-সেক্টর : প্রাণিসম্পদ

গবাদিপ্রাণির জাত দ্রুত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গত জানুয়ারী ২০০২ থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ বাস্তবায়ন মেয়াদে 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার নিরিখে ও বর্ণিত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের কলেবর আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ২য় পর্যায় সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও ১০০০ টি ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

নির্মাণাধীন ২টি পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব কাম বুল স্টেশন ও ৫টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাবের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ এবং টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) মেশিন স্থাপনের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা, অবশিষ্ট ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা, গুণগতমান সম্পন্ন সিমেন উপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং বিশুদ্ধ জাতের বকনা/ষাঁড়/সিমেন আমদানী করার লক্ষ্যে ৪৪৭.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য সংশোধিত প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ২টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় প্রকল্পটি ৪৭১.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (ব্যয় বৃদ্ধির হার ৭৭.৭২%) এবং জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

কার্যাবলি

- প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস-মুরগীর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত দ্রব্যাদির রপ্তানী তরান্বিত করা;
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন করা;
- রোগ বালাই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
- দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
-

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক (%)
ভূমি অধিগ্রহণ	১০ একর	১০০%	১০০%
পূর্ত ও নির্মাণ কাজ	৭টি	৯৩%	৫৫.৯৫%
টিএমআর প্রদর্শনী প্ল্যান্ট স্থাপন	১টি	৯৮%	৭১.২৯%
ব্রিডিং বুল তৈরির জন্য ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ	৩৫০টি	১০০%	৪২.৭২%
ইউনিয়ন এআই পয়েন্ট স্থাপন	২০০০টি	৫২%	৫১.০০%
এআই টেকনিশিয়ান ট্রেনিং	২০০০ জন	৬৫%	৬৪.০০%
খামারি প্রশিক্ষণ	৬৪৮০০ জন	৭৮%	৭৭.৬২%

৬.২.৬ সাব-সেক্টর : সেচ

সেচ সাব-সেক্টরে প্রধানত সেচ সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত। তবে, কিছু প্রকল্পের সাথে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম এবং হাইড্রোলিক ড্যাম নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সেচ অনুবিভাগ করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

- খাল পুনঃখনন-৩৮৫ কি.মি. (৩০টি);
- বিল পুনঃখনন-১১টি;
- পুকুর পুনঃখনন-১১৮টি;
- বিদ্যুৎ চালিত ২-কিউসেক লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ-১২০টি;
- সৌরশক্তি চালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন-৭০টি;
- বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ-১৯০টি (প্রতিটি ১,০০০ মিটার);
- সৌরশক্তি চালিত পাতকুয়া খনন ও পাম্প স্থাপন-১০০টি;
- সাবমার্জড ওয়্যার (ক্রস ড্যাম) নির্মাণ-১০টি;
- ফুট ওভার ব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ-৭০টি;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ-১০০টি;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি নিষ্কাশন লাইন নির্মাণ-২.৫০ কি.মি.;
- প্রি-পেইড মিটার ক্রয়-৬০টি;
- ফুট ওভার ব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ-৯০টি।

৬.২.৭ সাব-সেক্টর : ভূমি

ভূমি উপ-খাতের অধীন ভূমি মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ তথা জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যাদি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভূমি উপ-খাতের আওতায় মোট ৭টি চলমান প্রকল্প (বিনিয়োগ ৭টি এবং কারিগরি নেই) রয়েছে। এছাড়া, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ১টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্য সমাপ্য তালিকায় ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

৬.৩.১ সাব-সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টরের আওতায় দেশের গ্রামীণ নারী-পুরুষদের টেকসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রকল্পগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টরের প্রকল্পগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এডিপি'তে মোট ১,৫৯৮.৮৮ কোটি (জিওবি ১,৫৫৮.৯৯ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯.৮৯ কোটি) (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৭৬৬.০০ কোটি + পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৬৩৫.৩৭ কোটি + পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৭.৫১ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টরের অধীনে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ০৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

- মোট প্রায় ৫,০০,০০০ জন ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন;
- পাকা ব্যারাক নির্মাণ;
- চরাঞ্চলে সিআই সিট ব্যারাক নির্মাণ;
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- দেশের গ্রামীণ নারী-পুরুষদের টেকসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাট, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ;
- বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

৬.৩.২ সাব-সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন/পুনর্বাসন এবং সাইক্লোন শেল্টার, উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, গ্রোথ সেন্টার/বাজার নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, উক্ত সড়কসমূহে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্বাসন, বৃক্ষরোপণ, ঘাট নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী, সড়ক প্রতিরক্ষা ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন-৩৩,০০০ কিঃমিঃ, গ্রামীণ সড়ককে দুর্যোগ সহনীয় ২ (দুই) লেন সড়কে উন্নীতকরণ- ১৬,০০০ কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়কের ইন্টারসেকশন নিরাপদকরণ-৮০০০ কিঃমিঃ, সেতু নির্মাণ/পুনর্বাসন- ১,৬৫,০০০ মিটার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন-৫০০টি এবং ১২০০টি বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৫০টি প্রকল্প প্রস্তাব স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টরে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ৫০টি প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে ৪৫টি প্রকল্পের ওপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পিইসি সভা অনুষ্ঠিত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০টি প্রকল্প অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য:

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এডিপি'তে মোট ২৯১৬.৩৪ (জিওবি ২৮৮৩.২৬ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৩.০৮ কোটি টাকা) (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৭৬৬.০০ কোটি + পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৬৬০.৮৮ কোটি + পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৭.৫১ কোটি=২৯১৬.৩৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব-সেক্টরের অধীনে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ২৮টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬.৪ সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ

৬.৪.১ সাব-সেক্টর : পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সাব-সেক্টরের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জবলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার, দেশের সমুদ্র তীরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও নদীর চরে বসবাসকারী বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, খরা থেকে স্থানীয় মানুষের ঘরবাড়ি, জীবিকার সহনশীলতা বৃদ্ধি, আধুনিক জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রযুক্তি দ্বারা বাঁধ মেরামত, কার্যকর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা অনুশীলনসহ কমিউনিটি পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নতকরণ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃস্বরণ হ্রাস।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১২টি চলমান প্রকল্প (বিনিয়োগ ৩টি এবং কারিগরি ৯টি) রয়েছে। এছাড়া, এ সাব-সেক্টরের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪টি (বিনিয়োগ ৩টি এবং কারিগরি ১টি) নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

- বিভিন্ন সংস্থার ৫৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে POPs কীটনাশক পদার্থের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশে POPs কীটনাশকের তালিকা হালনাগাদকরণ এবং তা বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে মোড়কজাত এবং একত্রিতকরণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশের খালি কনটেইনার ও অন্যান্য কৃষি কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে;
- কৃষি কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, শক্তি পুনরুদ্ধার অথবা পরিবেশসম্মত অপসারণ পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- দেশের বন্দরসমূহে/ প্রবেশ পথে (Entry Points) উন্নত কীটনাশক আমদানি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা উন্নতকরণ করা হচ্ছে;
- নিবন্ধন পরবর্তী পরিদর্শন ও আইন প্রয়োগের (Enforcement) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- POPs কীটনাশকের অবৈধ ব্যবহার ও অনিচ্ছাকৃত সংস্পর্শসমূহ (Unintentional Exposures) চিহ্নিতকরণ এবং হ্রাস ও নির্মূলের জন্য কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে;
- কৃষি কাজ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য বিকল্প ও স্বল্পঝুঁকিপূর্ণ কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে;
- জনস্বাস্থ্যের জন্য টেকসই Non-POPs কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচারের জন্য নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- POPs কীটনাশকের চলমান ও অবৈধ ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে এবং এর বিকল্প বিষয়ে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (extension staff, agricultural input traders and consumers) মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে;
- বাংলাদেশের ৫টি এয়ারকন্ডিশনার এবং ১টি চিলার প্রস্তুতকারী শিল্পে এইচসিএফসি-২২ এর পরিবর্তে নিরাপদ আর-৩২ এবং আর-২৯০ রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- রেফ্রিজারেশন ও চিলার সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী হ্রাস পেয়েছে; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানী দক্ষতা ও এই সেক্টরে সচেতনতা এবং নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৪.২ সাব-সেক্টর : পানিসম্পদ

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসৃত নীতি হল- (১) শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য উজানের দেশ গুলির সংগে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টনে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ; (২) বন্যাপ্রবণ এলাকায় যথোপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধান; (৩) লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর অবকাঠামোর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি; (৪) নিষ্কাশন খালখনন/পুন:খনন করে জলাবদ্ধতা দুরীকরণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি; (৫) উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার; এবং (৬) পানিসম্পদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা। উক্ত নীতিসমূহ এবং 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এ খাতে বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট ১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন;
- নদী/খালখনন কাজ;
- চর খনন;
- তীর সংরক্ষণ কাজ;
- নদী পুনঃখনন;
- পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ;
- হার্বার নির্মাণ;
- রিভার অবজারভেটরী টাওয়ার নির্মাণ;
- বাঁধে সোলার লাইটিং;
- ব্রিজ নির্মাণ;
- বনায়ন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৭০টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। তাছাড়া, এ সাব-সেক্টরের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৮টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চিত্র: উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন

চিত্র: নতুন চর জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ

চিত্র: নালিতাবড়ি, শেরপুর এ বাস্তবায়িত সোলার স্কীম

চিত্র: নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন (১ম সংশোধন) প্রকল্প

চিত্র: তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়) প্রকল্প

চিত্র: আশ্রয়ণ-২ (৪র্থ সংশোধিত)

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৭.০ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৭.১ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হিসেবে এ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগে পালন করে চলেছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কমিশন সৃষ্টির শুরু থেকেই দেশের ভৌত পরিকল্পনা ও যোগাযোগ খাতের প্রকল্পের পাশাপাশি গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ সংক্রান্ত জনহিতকর প্রকল্প সমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের জীবন যাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে।

৭.২ লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সামগ্রিক পটভূমিতে দেশের জন্য টেকসই ও কার্যকর ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ।

৭.৩ উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং উন্নয়ন বাজেটে এ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর, সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৭.৪ কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

ক. সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ/পরামর্শের আলোকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপন;

খ. সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন অবকাঠামো, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন, পানি সরবরাহ, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো খাতের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সেল এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ. বর্তমানে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঙ. সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব-সেক্টর (খাত/উপ-খাতের) অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;

চ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও এর বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিরূপন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

ছ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাবলী সম্পাদন;

জ. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উন্নয়ন কাজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপন;

ঝ. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

ঞ. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প দলিল এ নীতিগত অনুমোদন প্রদান এবং বৈদেশিক অর্থায়ন খোঁজার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধপত্র প্রেরণ;

ট. ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;

ঠ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;

ড. বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;

ঢ. প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন। এছাড়া, একনেক সভা এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন; এবং

ণ. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক চিহ্নিতকরণ ও সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা সড়ক, ফিডার রোড-এ ও ফিডার রোড-বি, গ্রামীণ সড়ক ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান এবং আরএইচডি ও এলজিইডি'র আওতাধীন কোন সড়ক নিয়ে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা থাকলে সে বিষয়ে নিস্পত্তিকরণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান।

৭.৫ রেল পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেল পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের এ উইং এর আওতায় মোট ১৪টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ৫টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। অনুমোদিত/প্রাপ্ত পুনর্গঠিত প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৫৬৫০.৪৭ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৫৫৬৬.১৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ৮৪.৩২ কোটি টাকা কম। ২০২১-২২ অর্থবছরের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১৩৫৫৮.১৪ কোটি টাকা (৬.০২%)। ২০২১-২২ অর্থবছরের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১২৫৭৫.৯০ কোটি টাকা (৬.০৬%)। অপরদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৪১০৭.৩৪ কোটি টাকা (১.৮২%)। ২০২১-২২ অর্থবছরের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৩৪৬৯.৯৭ কোটি টাকা (১.৬৭%)।

৭.৫.১ রেল পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প;
- ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ;
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ;
- আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ;
- আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর;
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিংস্টক অপারেশন উন্নয়ন;
- বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণ;
- পুরাতনব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার;
- ৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ);
- মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অংশ);
- পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন;
- পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ;
- আপ গ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট; এবং
- ২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ইত্যাদি।

চিত্র: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

চিত্র: বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণাধীন

চিত্র: কক্সবাজার রেল স্টেশন।

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণ

৭.৬ সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পাঁচটি অনুবিভাগ এর মধ্যে সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ দেশের সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সড়ক পরিবহন সাব-সেক্টরের আওতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত সংস্থাসমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সেতু, ফ্লাইওভার ও টানেল নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে চলেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সাব সেক্টরের আওতায় ৫৫০ কি:মি: ৪/৬/৮-লেন সড়ক নির্মাণ, ১৫০ কি:মি: নতুন সড়ক নির্মাণ, ১৮০০ কি:মি: জাতীয় মহাসড়ক এবং ১২৭০০ কি:মি: আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, ৩৭৫০০ মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৪১০০ মি: ব্রীজ/কালভার্ট পুন:নির্মাণ, ১১০০০ মি: ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ, ৩৭৫ কি:মি: রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ও ৩০ টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহন উইং কর্তৃক ৩৬টি প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা আয়োজন এবং ৪০টি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ৪০ টি প্রকল্পের মধ্যে ২০টি নতুন ও ২০টি সংশোধিত প্রকল্প। নতুন অনুমোদিত ২০টি প্রকল্পের আওতায় ৬.২০ কি:মি: ৬-লেন সড়ক, ৪৩.০৪৯ কি:মি: জাতীয় মহাসড়ক এবং ৫১৪.২৫৮ কি:মি: আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, ৪৭৭০.৪৪৬ মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৩১১২.৩৯৬ মি: ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহন উইং কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এর আওতায় ৫৫০৬.৬১ কিঃমিঃ সড়কের গেজেটভুক্তকরণ এবং ১০টি সড়কের মালিকানা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরপূর্বক গেজেটভূক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৬.১ সড়ক পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) ময়মনসিংহ কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ;
২) ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৩টি ওভারপাস এবং পদুয়ার বাজার ইন্টারসেকশনে ইউলুপ নির্মাণ;
৩) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন);
৪) আরিচা (বরজাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
৫) টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
৬) কুমারগাঁও এয়ারপোট সড়ককে-বাদাঘাট-জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ;
৭) নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
৮) শেরপুর (কানাসাখোলা)-ভীমগঞ্জ-নারায়াণখোলা-রামভদ্রপুর-পরানগঞ্জ-ময়মনসিংহ (রহমতপুর) সড়ক উন্নয়ন;
৯) কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গৌরিপুর-আনন্দগঞ্জ-মধুপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ;
১০) কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কিঃমিঃ থেকে ৩২.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্তকরণ;
১১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প;
১২) কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প; এবং
১৩) মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প।

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ

চিত্র: মেট্রোরেল লাইন-৬ (MRT Line-6)

চিত্র: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চিত্র: বাস্তবায়নাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কিঃমিঃ থেকে ৩২.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্তকরণ

৭.৭ পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ১১টি প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৩৯৩.৪২ কোটি টাকা। পিইসি পরবর্তী অনুমোদিত ৩টি প্রকল্পের যৌক্তিকভাবে মোট ৩৮৯.২২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ১৪.২০ কোটি টাকা কম। এ অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ৪টি ওয়াসার মোট ২৬টি প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সংস্থার নিকট প্রক্রিয়াকৃত বাকী ২৩টি প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ১৭০১১.৭৬ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১৬৬৭২.৬৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয় হতে ৩৩৯.১২ কোটি টাকা কম। উক্ত ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে বাকি ৪টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ২৩৭৪৭.২১ কোটি টাকা (১০.৫৪%)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনকূলে আরএডি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ২৩৬৪৮.৫১ কোটি টাকা (১১.৩৯%)। এ অর্থ প্রক্রিয়াকরণে পানি সরবারাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ নানাবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

গত অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন-২ সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এসব প্রকল্প কর্মসূচির মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন, গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট কবরস্থানসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত আছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ভিশন ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার এবং এসডিজি'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

৭.৭.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এরূপ উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

১) উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;
২) বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা);
৩) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (১ম সংশোধিত);
৪) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার (২য় সংশোধিত);
৫) ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই (২য় সংশোধিত);
৬) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন;
৭) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
৮) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনেরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীজ সরবরাহ; এবং
৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীভুক্ত এলাকায় বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা, সড়ক মেরামতে ব্যবহৃত আধুনিক যানযন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং মেকানাইজড্ পার্কিং স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসনকরণ।

পানি শোধনাগার (Treatment Plant)

ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম

দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসার অটোমেটেড টেলার মেশিন

৭.৮ ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে মোট ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ গত অর্থবছরে মোট ৪০টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ২০টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ইতমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ১১৭০৫.০৪৩৮ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১১২০৯.৮৯৯০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ৪৯৫.১৪৪৯ কোটি টাকা কম। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৮২২৮.৫১ কোটি টাকা (৩.৬৫%)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৮৬৩৬.৮৭ কোটি টাকা (৪.১৬%)।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আবাসিক/অনাবাসিক ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এসকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করতে গিয়ে দেখা যায় প্রস্তাবিত আবাসিক/অনাবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত Bangladesh Allocation Rules -1982 (সংশোধিত) এর নির্দেশিত আবাসনের প্রাপ্যতা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে প্রণীত বিধান অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৮.১ ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫ ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব);
- কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট প্রশস্ত খাল খনন ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
- হলিডেমোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাসস্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ;
- চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা);
- সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন;

- বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ;
- ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (জোন-এ);
- অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমপি হোস্টেলসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন;
- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): ডিডিএম অংশ (২য় সংশোধিত);
- কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (৩য় সংশোধিত);
- চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ-আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২৩টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে ৫১৫টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- বাংলাদেশ-জাপান পলিসি ল্যাব স্থাপন;
- বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও-এ লিফট সংযোজন;
- রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো ও ডিআইজির বাংলো নির্মাণ;
- বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন;
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত);
- র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ; এবং
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (১ম সংশোধন)।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, নোয়াখালী।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, বরিশাল।

ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (জোন-এ);

৭.৯ যোগাযোগ অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যোগাযোগ অনুবিভাগ প্রতিরক্ষা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা সমূহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা সহ অন্যান্য কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত "ফোর্সেস গোল ২০৩০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লু ইকোনমির প্রসার, অন্যান্য মেরিটাইম কমিউনিটির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ প্রতিরক্ষা সেক্টরে মোট ১০টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিতহয়। এর মধ্যে ০৮টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ০১টি প্রকল্প এখনো একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি এবং একটি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত ০৮টি প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৪১২৪.১১৭১ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৪১২২.১৭০৯ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ১.৯৪৬২ কোটি টাকা কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৯৮৮.১১ কোটি টাকা (০.৪৪%) এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৯৯৮.১১ কোটি টাকা (০.৪৫%)।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরবিচ্ছিন্ন, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিটিসিএল, বিটিআরসি, টেলিটক, সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস ইত্যাদি সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সমগ্র দেশব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান, সঠিক ও সময়মত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রস্তুতকরণ, ডিজিটাল ডাক পরিসেবার প্রচলন, মোবাইল যোগাযোগ ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করে আসছে। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যোগাযোগ অনুবিভাগ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় সর্বমোট ০৬টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এর মধ্যে ০৪টি অনুমোদিত, ০১টি অননুমোদিত এবং অপর ০১টি প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। ০৬টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ছিল ১৯২৩.৫৫ কোটি টাকা। পিইসি সভায় প্রস্তাবনার আলোকে অনুমোদিত ০৪টি প্রকল্পে ২৭.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুকূলে সর্বমোট ০৯টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ১৪২০.০৯ কোটি টাকা এবং একই অর্থবছরের আরএডিপিতে উক্ত বিভাগের ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ রাখা হয় ৭৪৯.৬৯ কোটি টাকা।

৭.৯.১ যোগাযোগ অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন (১মসংশোধিত);
২) মোংলা কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোটওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন;
৩) বানৌজা শের-ই-বাংলা, পটুয়াখালী স্থাপন (১মসংশোধিত);
৪) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন;
৫) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডস্থাপন (২য় সংশোধিত);
৬) ঢাকা সেনানিবাসে এমইএস (মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস) এর ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি সম্প্রসারণ;
৭) তেজগাঁওস্থ বাবিবা ঘাঁটি বাশারস্থ "কমান্ড এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" কেবাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর;
৮) বাংলাদেশের উপজেলা সমূহের ডিজিটাল মানচিত্র (টপোগ্রাফিক) প্রণয়ন;
৯) আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ) (১মসংশোধিত);
১০) আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বৃহৎস্কেলেরটপো গ্রাফিক্যালমান চিত্রপ্রণয়ন (২য় সংশোধিত);

১১) ডিজিএফআই-এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানব সম্পদ এবং কারিগরী সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি) (১ম সংশোধিত);
১২) ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (e-DP) সিস্টেম;
১৩) ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত);
১৪) বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
১৫) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন (১ম সংশোধিত);
১৬) অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১মপর্যায়);
১৭) সৌরবেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দূর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত); এবং
১৮) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (২য়সংশোধিত)।

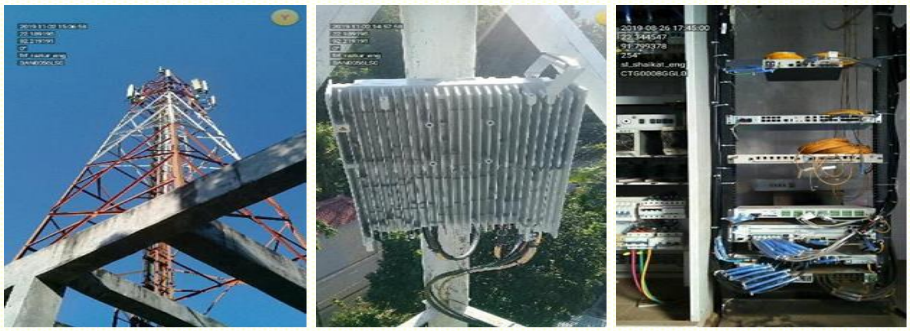

চিত্র: গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে আধুনিক টেলিকম যন্ত্রাদি স্থাপন

চিত্র: শেখ রাসেল সেনানিবাস

চিত্র: বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদরদপ্তর, ঢাকা

৭.১০ পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ

২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে মোট ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মোট ৬টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ৩টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৬০৭৯.৫১ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৫৯৫৩.১২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ১২৬.৩৯ কোটি টাকা কম। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৯১৭৮.৭৬ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৫২৬৭.৭৫ কোটি টাকা।

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৌরসভার সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে। পৌরসভার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এসকল প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রস্তাবিত সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রেইট সিডিউল অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভার কাজের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় রেইট সিডিউল অনুসরণ এবং দ্বৈততা পরিহার করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র মারফত স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৭.১০.১ পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (ইউডিসিজিপি);
২) Local Government COVID-19 Response and Recovery Project (LGCRRP); এবং
৩) রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রস্তাবিত বাস টার্মিনাল
(জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন)

প্রস্তাবিত ওভারপাস
(রেলগেট, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন)

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো বিভাগ গত অর্থবছরে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত টেমপ্লেট ব্যবহারের ফলে বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের সঠিক কারণ উদঘাটন করা সহজতর হচ্ছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য একটি টেমপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Cross-Cutting Issue রয়েছে এমন সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পিইসি সভা আয়োজন করা হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে, উক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যকরী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে যা দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে আরও দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তরের রেট সিডিউল সংক্রান্ত পরিপত্র পর্যালোচনা, ডিপিপি'র ব্যয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ বিশ্লেষন, সংশোধিত ডিপিপি'র ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ক সাপ্তাহিক উপস্থাপনাসহ নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৮.০ শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৮.১ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

শিল্প সেক্টরটি ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত। তিনটি উইংয়ের মাধ্যমে এ ৫টি সাব-সেক্টরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ১৬০টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১১৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯টি (৭৭টি বিনিয়োগ ও ১২টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৫৩৭.৮৪ কোটি (স্থানীয় উৎস ৩৬৫৯.৫৫ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৮৭৮.২৯ কোটি) টাকা। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণসহ কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং সার সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাফার গুদাম নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮.২ শিল্প ও সমন্বয় উইং

শিল্প ও সমন্বয় উইং শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৩৩ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৫২৯.৭৩ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে ৯টি প্রকল্পের জন্য ৪২.৫৫ কোটি টাকা এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১টি প্রকল্পের জন্য ৩.৩৬ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৮.৩ বস্ত্র, পাট, শ্রমও কর্মসংস্থান উইং

বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান উইং এর ২০২১-২২ অর্থবছরের এ সেক্টরের আওতায় মোট ৯টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯২৩.২৩ কোটি (স্থানীয় উৎস ৬২২.০৬ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৩০১.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। ২৩টি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উন্নত মানের মসলিন প্রযুক্তি তৈরি, গুনগত মানসম্পন্ন রেশম ও তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৪ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স উইং

৮.৪.১ মন্ত্রণালয় : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

শিল্প সেক্টরের ইএন্ডই সাব-সেক্টরের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এ সাব-সেক্টর দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস পোশাক শিল্প খাতের উন্নয়ন, দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমূখীকরণ, ই-বাণিজ্যের প্রসার, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৮.৪.২ মন্ত্রণালয় : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করতে এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও শিল্প বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৫ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপনের সুবিধার্থে বেজা ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। অপরদিকে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ০৮ (আট) টি ইপিজেড যথাঃ চট্রগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে ।

৮.৪.৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে এ সেক্টরের (সাব সেক্টর: পাট, বস্ত্র, ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স) আওতায় ০৬টি পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪টি (১১টি বিনিয়োগ ও ০৩টি কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৫০৮.২৯ কোটি (জিওবি ৯৭৫.৫২ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ১৪৭৩.৮৮ কোটি এবং থোক ৫৮.৮৯ কোটি) টাকা।

৮.৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টর

৮.৫.১ বিদ্যুৎ উইং

সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাত বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে, বিশেষত দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রণীত অষ্টম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২৫) এবং SDG (২০১৫-৩০) এর ৭ নং লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ খাতে কাজ করা হচ্ছে।

এডিপি ২০২১-২০২২ অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতে মোট ৮২ টি (বিনিয়োগ ৭২ টি, কারিগরি ০৭ টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ০৩ টি) প্রকল্প রয়েছে, যার জন্য সর্বমোট ৩৭৫১০.৩১ কোটি টাকা (জিওবি ১১২৮৮.২২ কোটি, প্রকল্প সহায়তা ২৬১৬৩.২২ কোটি এবং স্ব-অর্থায়ন ২৯৪.৭০ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকার মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ এভাকুয়েশনে জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন প্রকল্পগুলো নিয়ে কাজ করছে। সরকার বিলিং সিস্টেমে আরো স্বচ্ছতা এবং সেবাপ্রার্থীরা যাতে হয়রানীর স্বীকার না হয় সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিদ্যমান অবকাঠামোকে ঢেলে সাজিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ এবং সঞ্চালনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

চিত্রঃ মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট

চিত্রঃ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৮.৫.২ তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ সেক্টর বিশেষ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে "দক্ষ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ করা"। এছাড়া, এসডিজি'র ৭নং অভীষ্ঠে উল্লেখ রয়েছে "সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা"। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহেশখালীতে ২ (দুই)'টি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) হতে দৈনিক ৭০০-৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) ক্ষমতাসম্পন্ন এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ল্যান্ড বেইজড টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশ ব্যাপি সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished Products (HSD) সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভীর সমুদ্রে পাইপ লাইনসহ Single Point Mooring স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে এবং বছরে ৩মিলিয়ন মে.টন পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইষ্টার্ণ রিফাইনারী ইউনিট-২ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, দেশের বিভিন্ন অংশে জ্বালনি তেল সহজ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবহন এবং বিতরণের লক্ষ্যে ট্যাংকারযোগে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তে পাইপলাইনে তেল পরিবহণের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ" এবং "ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" চলমান রয়েছে। সে সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালনের লক্ষ্যে "বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" ও "রংপুর-নীলফামারী-পীরগঞ্জ শহর ও তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে । দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ও প্রকল্প এলাকায় গ্রাহকদের এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য "বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পের কার্যক্রমের চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, PPP'র ভিত্তিতে গভীর সমুদ্রে সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়ের ফলে অর্জিত ব্লকসমূহে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এসকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরে ২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ০৭টি বিনিয়াগ প্রকল্প রয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে এডিপি'তে মোট ১৮২১.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার মধ্যে জিওবি ৭৫৭.২৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০০৫.৩৭ কোটি টাকা, স্ব-অর্থায়ন ৫৮.০৩ কোটি টাকা। এছাড়া, সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য ০৪টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন ০৪টি প্রকল্পের তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি'তে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন অননুমোদিত ২টি প্রকল্প তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, চলতি এডিপি'তে এ সেক্টরের আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব/গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ৩২টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৩৪৪.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ।

চিত্র: “ইনস্টলেশন অব সিংঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইল লাইন” শীর্ষক প্রকল্পের মহেশখালীতে নির্মাণাধীন পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম এর থ্রিডি মডেল

চিত্র: “ইনস্টলেশন অব সিংঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইল লাইন” শীর্ষক প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম এলাকায় পাম্প ও জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজের চিত্র

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

চিত্র: মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল 2A সংযোগ সড়ক

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

৯.০ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিআইডিএস অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে নীতি নির্ধারণী এবং মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন পদক্ষেপের কার্যকারিতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে থাকে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সংবিধানের চার-মূলনীতির দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর, সমতা, মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো একটি ন্যায়ানুগ ও সমতাবাদী সমাজ গঠনের এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে টেকসই উত্তরণের পথে অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৯.১ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

ক.	পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
খ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;
গ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা;
ঘ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী, সভা অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, সেমিনার ও আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা যা পরবর্তীতে সমীক্ষা হিসেবে নির্দেশিত হবে;
ঙ.	সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;
চ.	স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা তাদের সাথে যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠকর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করা;
ছ.	পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশি পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা;
জ.	গবেষণায় পেশাদার কর্মীদের জন্য জাতীয় গবেষণা, ফেলোশিপসহ বিভিন্ন শ্রেণীর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটশিপ, ফেলোশিপ প্রবর্তন করা।

৯.২ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা

বিআইডিএস বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের বহুমুখী অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআইডিএস মোট ১৮টি গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন (Complete) করেছে। এছাড়াও বিআইডিএসের আরো ৩৫টি সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

৯.৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক বিআইডিএস পাক্ষিক সেমিনার, আরইএফ স্টাডি সিরিজের আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনার, আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা ২০২১, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা; সুবর্ণজয়ন্তী ফিরে দেখা'-শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ছাড়াও ২২টি পাক্ষিক একাডেমিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিআইডিএস আয়োজিত এসব সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্সে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক গত ১-৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকার লেকশোর হোটেলে আয়োজিত 'অ্যানুয়্যাল বিআইডিএস কনফারেন্স অন ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ১০টি সেশনে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও অর্থনীতিবিদের মোট

২৭টি গবেষণা পত্র এবং ১৩টি মূল বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি এবং বিষেশ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কনফারেন্সটি বিআইডিএসের প্রথম বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট বা প্ল্যাটফর্ম যা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রচার করে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার পরবর্তী ধাপের জন্য আলোচনা ও বিতর্কে বৃহত্তর সম্প্রদায়কে জড়িত করে।

চিত্র: Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2021

এছাড়া এসইআইপি (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ১০টি গবেষণা কর্মের উপর দিনব্যাপী ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এতে বিআইডিএসের গবেষকগণ তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত ওয়ার্কশপে এসইআইপি (SEIP) প্রকল্পে নিয়োজিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কনসালটেন্ট উপস্থিত ছিলেন।

৯.৪ বিআইডিএস এর প্রকাশনাসমূহ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক ত্রৈমাসিক ইংরেজী জার্নাল 'দ্যা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ' এর ০৪টি ইস্যু, বার্ষিক বাংলা জার্নাল 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা'র ০১টি ইস্যু, বিআইডিএস নিউজলেটারের ২টি ইস্যু এবং ০৬টি রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিআইডিএস কর্তৃক 'এ্যাগ্রিকালচারাল ট্রান্সফরমেশন এন্ড রুরাল পোভার্টি ইন বাংলাদেশ: এসেস ইন মেমোরী অব ড. মাহবুব হোসেন'-শীর্ষক একটি সম্পাদিত বই প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল 'দ্যা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ' বিশ্বের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন বিষয়ক রেফারেন্স জার্নাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতনামা Peer-Reviewed জার্নাল/বইয়ে বিআইডিএসের গবেষকগণের ৫১টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

৯.৫ মুজিববর্ষ উদযাপন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, কর্মকান্ড ও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার জন্য গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিআইডিএস কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিআইডিএস লাইব্রেরি এন্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টারে একটি সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু গবেষণা-কর্ণার' স্থাপন করা হয়। উক্ত কর্ণার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন। বিআইডিএস এর মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু গবেষণা কর্নার' তৈরির উদ্দেশ্য এবং কর্নারে স্থান পাওয়া বিভিন্ন বই, পত্রিকার কলাম, মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ কিছু ছবির বিষয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের ব্রিফ করেন। অতঃপর প্রতিষ্ঠানের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, কর্মকান্ড ও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু গবেষণা কর্নার' উদ্বোধন

৯.৬ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্জন ও অগ্রগতি বিষয়ে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের নিয়ে গত ১-৩ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে তিন দিনব্যাপী 'অ্যানুয়্যাল বিআইডিএস কনফারেন্স অন ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি) ২০২১' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মহান বিজয় দিবসে শপথ বাক্য পাঠ, আলোচনা সভা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয়ভাবে পাঠকৃত উক্ত শপথ বাক্য পাঠে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

৯.৭ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিআইডিএস সরকারি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ সেশনে 'ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিক্স' বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের প্রথম সেশনের পাঠদান কার্যক্রম গত ১৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। প্রথম সেমিস্টারে চারটি কোর্স প্রদান করা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে Microeconomics, Quantitative Methods, Inclusive Growth and Development এবং Natural Resource Economics।

৯.৮ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিআইডিএসের অবস্থান

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার লডার ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্লোবাল গো টু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনডেক্স' এর তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ১৫০টি নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর অবস্থান ৯৪তম। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে বিআইডিএসের অবস্থান ১৭তম। বিআইডিএসের এই গৌরবময় অর্জন এবং প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান গবেষণা কাজের পিছনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা রয়েছে, যা

গবেষণার প্রতি বর্তমান সরকারের দৃঢ় সমর্থনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিআইডিএস-ই বাংলাদেশের একমাত্র উন্নয়ন গবেষণা সংক্রান্ত থিংক ট্যাঙ্ক যেটি নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গর্ব করতে পারি।

৯.৯ বিআইডিএসের সম্পাদিত গবেষণা সমীক্ষা

Sl. No.	Name of Study
1.	Epidemiological and Economic Burden of Dengue in Dhaka, Bangladesh
2.	Tracer Study on Graduates of Tertiary-Level Colleges
3.	National Information Platform for Nutrition (NIPN)
4.	Ascent, Descent, and Churning: Poverty Trends and Dynamics in Rural Bangladesh
5.	Bangladesh in a Comparative Perspective
6.	Understanding Uneven Progress towards SDG1 and 2: Lessons Learned from Successful (and Unsuccessful) Countries
7.	Evaluation of Reaching Out of School Children Project PhaseII (ROSC-II)
8.	Impact of Migration on Nutritional Conditions for Children Under Five Years of Age in the Rural Households of Bangladesh
9.	Covid-19 Vaccine Delivery Barriers in LMICs
10.	End Line Evaluation of Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) 3rd Cycle
11.	Assessment of Social Action Projects of P4D Programme of the British Council in Bangladesh: Preparing four new issue briefs on four selected themes for P4D programme of the British Council in Bangladesh
12.	Destination Dhaka, Urban Migration: Expectations and Reality
13.	Labor Market and Skills Gap Analyses, Healthcare: Nursing and Care, during this period
14.	Shelter Strategy: Urban and Rural Housing in Bangladesh
15.	Impact of COVID-19 on the Hospitality & Tourism Sector
16.	Labor Market Study for SEIP: RMG Sectors
17.	Labor Market Study for Skills for Employment Investment Project (SEIP) – IT sector
18.	The Development Story of Bangladesh

৯.১০ বিআইডিএসের চলমান গবেষণা সমীক্ষা

Sl. No.	Name of Study
1.	Impact of COVID-19 on SMEs and Their Workers: Understanding the Dynamics of Impact and Coping Strategies (Impact of COVID-19 on SME)
2.	Impact evaluation of paddy e-procurement program in Bangladesh
3.	Mobile Lives: The Quotidian Use of Mobile Phone
4.	Poverty Dynamics within COVID-19 Context in Urban Bangladesh: The Case of Dhaka City
5.	Economic Burden of Cancer in Bangladesh
6.	How Teenagers Use Smartphones to Exercise Freedom
7.	Gender Differences in Time Use and Labor Force Participation: How Household Chores and the Burden of Care affect Labor Market?
8.	Demand-driven Policy Studies –Responding to Policy Makers and Stake holders Requests for Urgent Policy Analysis

Sl. No.	Name of Study
9.	Food Insecurity, Extreme Poverty, and Underemployment in Backward Areas of Bangladesh
10.	Dynamics of Economic Transformation and Living Standards in Bangladesh: A Panel Data Study
11.	Lessons from Development Interventions: Rigorous Impact Evaluation of Selected of Development Interventions in key Areas (e.g. Nutrition, Health, Education, etc)
12.	Inclusive growth and extreme poverty reduction
13.	Agricultural Transformation, Food Security and the Second Green Revolution: Strategic Directions
14.	The Urban Infromal Sector: Trends, Directions, Determinants and Potentials
15.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)- Leather & Footwear
16.	Labor Market Study on Skills (LMS-SEIP)-Agro Processing
17.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Shipbuilding Sector
18.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)- Tourism and Hospitality
19.	Labor Market Study-Construction Sector
20.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Electronics
21.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Light Engineering
22.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Bede Community
23.	Bangladesh Integrated Food Policy Research Program (BIFPRI)
24.	Impact of Natural Disaster on Education Outcomes: Evidence from Bangladesh
25.	Evaluation of National Service Program (2nd, 3rd & 4th) of Department of Youth Development (DYD)
26.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Underprivileged Community
27.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Hijra Community
28.	Economic Burden of Covid-19 in Bangladesh
29.	Catastrophic Healthcare Expenditure and its Determinants in Bangladesh
30.	Study on Digital Microfinance in Bangladesh
31.	Women's Empowerment for Inclusive Growth (WING)
32.	Feasibility Study for New Projects of DYD
33.	Mid-term Satisfaction Survey of College Education Development Project (CEDP)
34.	Consulting Service for Impact Evaluation of RTIP-II
35.	Creating a Political and Social Climate for Climate Change Adaptation-Amendment #3 (CPSCCCAA3)

৯.১১ বিআইডিএসের নিজস্ব প্রকাশনাসমূহ

Sl. No.	Title	Volume/Author(s)	Published (Year)
1.	Bangladesh Unnayan Shamikkha (Bangla Journal)	BUS No: 39	June 2022
2.	Bangladesh Development Studies	Vol. 43 (1 & 2)	August 2021
3.	Bangladesh Development Studies	Vol. 43 (3 & 4)	February 2022
4.	Newsletter	Vol. 9, Issue 1-2, June-December 2021	June 2022
5.	Agricultural Transformation and Rural Poverty in Bangladesh: Essays in Memory of Dr. Mahbub Hossain	Editors: K. A. S. Murshid Atiqur Rahman	November 2021
6.	Research Report No: 191 Does Income Bring Happiness? An Empirical Analysis Using Pseudo-Panel Data from Bangladesh	Badrun Nessa Ahmed	February 2022
7.	Research Report No: 192 The Covid-19 Pandemic and the Hospitality and Tourism Sector in Bangladesh	Mohammad Yunus Mohammad Mainul Hoque Tahreen Tahrima Chowdhury	April 2022
8.	Research Report No: 193 Impact of Migration on Nutrition Condition of Children Under Five Years of Age in the Rural Households of Bangladesh	Mohammad Yunus M. Mainul Hoque Tahreen Tahrima Chowdhury	April 2022
9.	Research Report No: 194 Skill Gap and Skill Shortage: Evidence from the Hospitality and Tourism Sector in Bangladesh	Mohammad Yunus M. Mainul Hoque Tahreen Tahrima Chowdhury	May 2022
10.	Research Report No: 195 Role of Social-Safety Net Programmes in Coping with Shocks in Bangladesh	S M Zulfiqar Ali Badrun Nessa Ahmed	June 2022
11.	Research Report No: 196 How Effective was the Non-formal Education Programme in Bangladesh? Evidence from Reaching Out of School Children Project	S M Zulfiqar Ali Badrun Nessa Ahmed	June 2022

৯.১২ পত্রিকাসহ বিভিন্ন জার্নালে/বইয়ে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ (Publications in Internationally Peer-Reviewed Journals and Books)

Sl. No.	List of Publications
1.	Hill, R., Genoni, M., & Sen, B. (2019). Poverty in Bangladesh in the 2010s-Progress, Drivers, and Vulnerabilities: An Introduction. Bangladesh Development Studies. 42(3-4).
2.	Sen, B., Poverty, inequality and development: Some aspects of economic philosophy of Sheikh Hasina. In Dr. A. K. Abdul Momen (ed.), *Sheikh Hasina: Bimugdho bismoy* festschrift on the 75th birth anniversary of Sheikh Hasina, Chandrabati Academy, pp. 246-258 (in Bangla).

Sl. No.	List of Publications
3.	Sen, B., Poverty-reducing lessons from success stories. WhiteBoard (a quarterly policy magazine by the Centre for Research and Information), December 2021, Dhaka.
4.	Hossain. M. Exchange rate management in Bangladesh: Implications for macroeconomic stability and trade competitiveness. In Prof. Mustafizur Rahman (eds.), *Bangladesh Economy in an Evolving Regional and Global Context*
5.	Hossain, M., *Digital transformation and economic development: Rethinking digitalization strategies for leapfrogging*, Palgrave Macmillan.
6.	Hossain M. (2021, January 10). Extending stimulus repayment moratorium could be a respite for RMG. *The Business Standard.*
7.	Hossain M. (2021, March 26). A quest for technology-driven economic development, 26, 2021. *The Business Standard.*
8.	Hossain M. (2021, June 3). Micro, small enterprises need more support. *The Business Standard.*
9.	Hossain M. (2021, November 24). Corona casts shadows on Bangladesh's LDC graduation progress. *The Financial Express.*
10.	Iqbal, K., Toufique, K. A., & Ibon, M. W. F. (2022). Institutions and the rate of return on cattle: Evidence from Bangladesh. Asian Development Review, 39(01), 281-313.
11.	Abdallah, W., Chowdhury, S., & Iqbal, K. (2021). Access and fees in public health care services for the poor: Bangladesh as a case study. Oxford Development Studies, 1-16.
12.	Iqbal, K., I. Jahan, A. Rabbani and A. S. Shonchoy (2021). One and a half years into the pandemic in Bangladesh: What have we learnt so far? Journal of Bangladesh Studies, 23(1).
13.	Iqbal, K. (2021, December 22). The case for reshuffling holidays to stimulate the economy. *The Business Standard.*
14.	Iqbal, K. (2021, May 23). This is an RFL-Walton story too. The Daily Star.
15.	Iqbal, K. (2021, April 21). Apparel exports: resilience and future challenges. *The Daily Star*.
16.	Iqbal, K. (2021, December 23). Our education system can't identify actual talents. The Business Standard.
17.	Karim, A., DeWit, A., & Shaw, R. (2022). Fiscal policies and post-COVID-19 development challenges: An overview. Global Pandemic and Human Security, 61-82.
18.	Sarker, A. R. (2021). Health-related quality of life among older citizens in Bangladesh. SSM-Mental Health, 1, 100031.
19.	Sarker, A. R., & Khanam, M. (2022). Socio-economic inequalities in diabetes and prediabetes among Bangladeshi adults. Diabetology International, 13(2), 421-435.
20.	Sarker, A. R., Sultana, M., Alam, K., Ali, N., Sheikh, N., Akram, R., & Morton, A. (2021). Households' out-of-pocket expenditure for healthcare in Bangladesh: A health financing incidence analysis. The International Journal of Health Planning and Management, 36(6), 2106-2117.
21.	Khanam, M., Hasan, E., & Sarker, A. R. (2021). Prevalence and factors of hypertension among Bangladeshi adults. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 28(4), 393-403.
22.	Mehareen, J., Rahman, M. A., Dhira, T. A., & Sarker, A. R. (2021). Prevalence and socio-demographic correlates of depression, anxiety, and co-morbidity during COVID-19: A cross-sectional study among public and private university students of Bangladesh. Journal of Affective Disorders Reports, 5, 100179.

Sl. No.	List of Publications
23.	Dhira, T. A., Rahman, M. A., Sarker, A. R., & Mehareen, J. (2021). Validity and reliability of the generalized anxiety disorder-7 (GAD-7) among university students of Bangladesh. PloS one, 16(12), e0261590.
24.	Ahmed, S., Dorin, F., Satter, S. M., Sarker, A. R., Sultana, M., Gastanaduy, P. A., ... & Khan, J. A. (2021). The economic burden of rotavirus hospitalization among children< 5 years of age in selected hospitals in Bangladesh. Vaccine, 39(48), 7082-7090.
25.	Colson, A. R., Morton, A., Årdal, C., Chalkidou, K., Davies, S. C., Garrison, L. P., ... & Xiao, Y. (2021). Antimicrobial resistance: is health technology assessment part of the solution or part of the problem?. Value in Health, 24(12), 1828-1834.
26.	Tagoe, E. T., Sheikh, N., Morton, A., Nonvignon, J., Sarker, A. R., Williams, L., & Megiddo, I. (2021). COVID-19 vaccination in lower-middle income countries: national stakeholder views on challenges, barriers, and potential solutions. Frontiers in Public Health, 9, 709127.
27.	Ahmed, B. N. (2021). Poor but happy? A pseudo panel analysis to understand the level of happiness in Bangladesh. Research Report BIDS.
28.	Ahmed, B. N. (2021, December 5). Developing homestead aquaculture to ensure nutritional security. *The Financial Express*.
29.	Hossain, M., & Chowdhury, T. T. (2022). COVID-19, Fintech, and the recovery of micro, small, and medium-sized enterprises: Evidence from Bangladesh.
30.	Rahman, M. A., Dhira, T. A., Sarker, A. R., & Mehareen, J. (2022). Validity and reliability of the patient health questionnaire scale (PHQ-9) among university students of Bangladesh. PloS one, 17(6), e0269634.
31.	Sen, B. (2022). Bangabandhu's democratic socialism: some reflections" in proceedings of the international conference on fifty years journey of Bangladesh Genocide, Nation-State and Bangabandhu's Cherished Bangladesh. In Mamun, M (Eds.), *Genocide-Torture archive and museum trust, Khulna.*
32.	Hossain M. (2022, June 7). Addressing inflation should get priority in the budget. *The Business Standard.*
33.	Hossain M. (2022, May 19). Domestic production should be boosted to meet aggregate demand. *The Business Standard.*
34.	Hossain M. (2022, May 10). Inflation, exchange rate causes for concern. *The Business Standard.*
35.	Begum A. Inequality in access to healthcare for persons with disability during COVID-19: An illustration from Bangladesh", by springer under the auspices of IIDS India and RLS-Rosa Luxemburg Stiftung, South Asia.
36.	Sarker, A. R., Ali, S. Z., Ahmed, M., Chowdhury, S. Z. I., & Ali, N. (2022). Out-of-pocket payment for healthcare among urban citizens in Dhaka, Bangladesh. Plos one, 17(1), e0262900.
37.	Iqbal, K., S. Farook, S. Mustafa and Haque, C. E. (2022). Changes in consumption and demand for food in Bangladesh: Implications for health and NCD risks. In *Red Alert! Non-communicable disease burden in Bangladesh.* Dhaka. The University Press Limited.
38.	Iqbal, K. (2022, April 17). Current price hike: Syndicate, rationality and price expectation. *The Daily Star*.

Sl. No.	List of Publications
39.	Iqbal, K. (2022, February 27). Scale effect of domestic market, tipping point and paths of industrialization. *The Daily Star*.
40.	Iqbal, K. (2022, January 9). Beyond RMG: Paths to industrialization. *The Daily Star*.
41.	Karim, A., DeWit, A., Shimizu, S., & Shaw, R. (2022). COVID-19 and fiscal stimulus in South Asia: implications for resilience and sustainable development. In Pandemic Risk, Response, and Resilience (pp. 13-28). Elsevier.
42.	Sarker, A. R. The progress and factors of childhood severe, moderate and global acute malnutrition in Bangladesh over 22 years: Evidence from demography and health survey. *Bangladesh Development Studies. 44*(1-2).
43.	Sarker, A. R. বাংলাদেশে শিশু স্থূলতার ব্যাপকতা এবং এর প্রভাবকসমূহ: বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০ ১৭ - ১৮ বিশ্লেষণ. *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* (Accepted)
44.	Mozumder, M. G. N. (2022). "Living-dead": The transformative power of educating the body. Society, 1-16.
45.	Khanam. T. S. Can agricultural information through mobile phones improve welfare farm household welfare? Evidence from panel data in Bangladesh. *Bangladesh Development Studies. 44*(1-2).
46.	Iqbal. K., Pabon. N. F., Haque. R., Shashi. N. A. Local nonfarm opportunities and migration decisions: Evidence from Bangladesh
47.	Pabon. N. F., Shashi. N. A. Estimating the magnitude of Illicit Cigarette sold as retail in Bangladesh: Findings from retail pack survey
48.	Huque, R. Abdullah, S. M. Shashi, N. A. & Hasan, T. (2022, February 9). Illicit tobacco & industry interference in Bangladesh. *The Financial Express*.
49.	Sarker, A.R & Ali, N. বাংলাদেশে হাত ধোয়ার অভ্যাস এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি: বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৪ বিশ্লেষণ.
50.	Boamah, E. F. Murshid, N. S. Mozumder, M. G. N. A network understanding of FinTech (in) capabilities in the global South.
51.	Islam, M. M., Bidisha, S. H., Jahan, I., Hossain, M. B., & Mahmood, T. effects of remittances on health expenditure and treatment cost of international migrant households in Bangladesh.

স্বপ্ন জয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

স্বপ্ন জয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.plandiv.gov.bd